







উচ্চমাধ্যমিকে নাবাবীয়া মিশনের উজ্জ্বল সাফল্য সাধারণ

শনিবার ১১ মে, ২০২৪

২৮ বৈশাখ ১৪৩১

২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি সম্পাদক

জাইদুল হক

গুজরাতের জোড়া সেঞ্চুরিতে হার চেন্নাইয়ের

শেলতে খেলতে

সারে-জ্মিন

Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

Vol.: 19 ■ Issue: 127 ■ Daily APONZONE ■ 11 May 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

৫০ দিন পর কারাগারে থেকে মুক্তি কেজরির

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির মামলায় ৫০ দিন কারাগারে থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিহার কারাগার থেকে ছাডা পান তিনি। এর আগে শুক্রবার অন্তর্বর্তী জামিন পান কেজরিওয়াল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপংকর দত্ত দুই পক্ষের মতামত শোনার পর তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। যদিও আগামী ১ জুন লোকসভা নির্বাচন শেষ হলে পরের দিনই আম আদমি পার্টির নেতা কেজরিওয়ালকে তিহার কারাগারে ফেরত যেতে হবে। কেজরিওয়াল তিহার কারাগারের ৪ নম্বর ফটক দিয়ে বের হলে আম আদমির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা শ্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা ও দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কারাগার থেকে বের হয়ে কেজরিওয়াল জামিন দেওয়ার জন্য বিচারকদের ধন্যবাদ জানান। এ সময় তিনি আরও বলেন, একনায়কতন্ত্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। আবগারি (মদ) দুর্নীতি মামলায় জডিত থাকার অভিযোগে গত ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কোনো



APONZONE

তথ্য-প্রমাণ ছাডাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুর্নীতির একটি টাকাও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। উদ্দেশ্য পুরোপুরি রাজনৈতিক। নির্বাচনের আগে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে সরকার প্রচার করতে দিতে চায় না। তারা চায় আম আদমি পার্টিকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। সেই কারণে তারা ইডিকে ব্যবহার করেছে। কেজরিওয়াল এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে মামলা করেছিলেন প্রথমে নিম্ন আদালতে। সেখানে তা খারিজ হওয়ার পর তিনি যান হাইকোর্টে। সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যান সুপ্রিম কোর্টে। সর্বোচ্চ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। এর অর্থ, নির্বাচনী প্রচারে কেজরিওয়াল অংশ নিতে পারবেন। দিল্লির ৭ লোকসভা কেন্দ্রের ভোট আগামী ২৫ মে। ১ জুন পাঞ্জাবের ভোট। ৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশ। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আম আদমি পার্টিকে (আপ) ভোটের মুখে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তুলবে।

ফের উল্টে ঝুলিয়ে সিং করার হুমকি শাহের

আপনজন: রাজ্যে আবারো নির্বাচনী ভোট প্রচারে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মমতা ভোট পাওয়ার জন্য সিএএর বিরোধিতা করছে, চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি কারো ক্ষমতা থাকলে সিএএ-তে হাত লাগিয়ে দেখুক। এদিন নদিয়ায় এসে মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে একটি জনসভায় উপস্থিত হন অমিত শাহ। রানাঘাট লোকসভার মাজদিয়া স্কুল মাঠে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। মঞ্চে উঠে তিনি প্রায় ১৫ মিনিট বক্তব্য

রাবেশ।
রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র অনেকটা
মতুয়া অধ্যুষিত। প্রথমেই তিনি
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ এবং ঠাকুর
পরিবারকে প্রণাম জানান। এরপর
তিনি বলেন, এখানে অনেক মতুয়া
সমাজের শরণার্থী আছে। মমতা
নিজের ভোট ব্যাংক বাড়ানোর জন্য
সিএ এর বিরোধিতা করছে। আমি
চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি ক্ষমতা থাকলে
কেউ সিএএতে হাত লাগিয়ে
দেখুক। এই রাজ্যে কাট মানি
আটকাতে হবে, ঘুযখোর আটকাতে
হবে। বোম ধামাকা আর এ রাজ্যে



সমাবেশে অমিত শাহ বলেন, এই বাংলায় ভোট ব্যাংক রক্ষা করতে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে মমতা দিদির রাজ্য সরকার। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ারও বিরোধিতা করা হচ্ছে। কিন্তু পারবে না। বাংলায় সিএএ কার্যকর হবে। মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাবে। মমতা দিদি আটকাতে পারবেন না। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, দশ বছরের বেশি ধরে এরা যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে। কিন্তু তার দলেরই নেতারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। আমি এখান থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি যারা দুর্নীতি এবং অত্যাচার করেছে তারা কেউ ছাড়া পাবে না। তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেওয়া হবে। বিজেপির প্রার্থীদের জন্য ভোট চেয়ে অমিত শাহ বলেন, মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করতে বাংলা থেকে ৩০টি আসন দিতে হবে। নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আনতে হবে। হুঁশিয়ারি দিয়ে অমিত শাহ বলেন. সন্দেশখালির অপরাধীদের উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করবে বিজেপি। সন্দেশখালির ঘটনা রুখতে হবে বাংলার মানুষকে। এ রাজ্যের মন্ত্রীর ঘরে ৫৬কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করছি এত টাকা কার? তৃণমূল এবং কংগ্রেস মিলে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। যারা অপরাধী তাদের জেলে যেতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে বলেন এবার ভোটের দিন প্রত্যেকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মমতার

বাংলাকে বদনাম করার জন্য সন্দেশখালির ঘটনা বিজেপির চক্রান্ত: অভিযেক

কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করার জন্য বিজেপি সন্দেশখালি ইস্যুতে "ষড়যন্ত্র" করছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মহিলাদের ফাঁকা কাগজে সই করায় এবং তারপর সন্দেশখালিতে তাঁদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনসিডব্লিউ-তে অভিযোগ পাঠানো হয়। সন্দেশখালি ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাকে বদনাম করার স্বাধীনতার পর মহাষড়যন্ত্র। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের তদন্তকারী সিবিআই তৃণমূলের শেয়ার করা কথিত ভিডিওতে কিছু মহিলার বয়ান তদন্ত করবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, বসিরহাটের লোকসভা কেন্দ্ৰ, যেখানে সন্দেশখালি অবস্থিত, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থী রেখা পাত্র একটি ভিডিওতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে বিজেপি যে মহিলাদের দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল,



তলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত ভিডিওটির উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে সন্দেশখালি দলের যে সদস্যরা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছিলেন তারা প্রথমে শিকার নাও হতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী' আখ্যা দিয়েছে, কারণ তারা নির্বাচনে মুষ্টিমেয় ভোটের জন্য রাজ্যকে 'বদনাম' করার চেষ্টা এক মহিলার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজভবনে দেখানো সিসিটিভি ফুটেজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল

নিয়ে রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত। মহিলার অভিযোগের জন্য রাজ্যপালকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "জাতীয় মহিলা কমিশন এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত একটি প্রশ্নও করেনি। তৃণমূল নেতা বলেন, তিনি নিশ্চিত যে "বাংলাবিরোধী" শক্তি যারা রাজ্যকে "বদনাম" করার চেষ্টা করছে, তাদের ভোটের মাধ্যমে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। নিজের লোকসভা কেন্দ্র ও কলকাতা থেকে সমর্থকদের বিশাল মিছিল নিয়ে আলিপুরে জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

न्मे, ज्य प्रमन्

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন





ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি





We Make Furniture For Need

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

अ१७२४४००००







একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য



আফিক আরিফ মণ্ডল প্রাপ্ত নম্বর - 650



ফিরোজ মোল্লা প্রাপ্ত নম্বর - 633



তামীম হোসেন হালদার প্রাপ্ত নম্বর - 632



১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে

স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয় দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION

ADMISSION (NOW)
OPEN

(A Unit of Al-Ameen Foundation)

WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪

8910851687/8145013557/9831620059 Email- amfbaruipur@gmail.com

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্যাংক থেকে

ফেরার পথে

টাকা ছিনতাই

আপনজন: ব্যাংক থেকে টাকা

নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে এক

যুবকের কাছ থেকে প্রকাশ্যে দিনে

দুপুরে টাকা ভর্তি ব্যাগ হাত থেকে

ছিনিয়ে বাইক নিয়ে পালানোর চেষ্টা

দুই যুবকের। সুতির অরঙ্গাবাদে

ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে পালিয়ে

হাতে পাকড়াও দুই দুষ্কৃতী।

ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়

যাবার পথে পুলিশ এবং জনতার

শুক্রবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে

মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ

এলাকায়। যদিও ওই দুই যুবককে

প্রথম নজর

শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা স্বপন বাউলের



নিজস্ব প্রতিবেদক 🌑 হাওড়া আপনজন: হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দিলেন স্বপন দত্ত বাউল। বাইশ জেলা ঘুরে শান্তির দূত সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউলের শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা সারা রাজ্যেই নজর কেড়েছে। শুক্রবার হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় স্বপন দত্ত বাউল হাজির হন শান্তিপূর্ণ ভোটের আহ্বান জানিয়ে মানুষকে সচেতন করতে। ভোট সচেতন করতে চলস্ত ট্রেনে, রেল স্টেশনে, ব্যস্ত জমজমাট রাস্তার মোডে. জনবহুল এলাকায় বাউল গানের মাধ্যমে প্রচার করেন তিনি। জনগণ, পুলিশ প্রশাসন ও সকল রাজনৈতিক দলকে সচেতন করেন সন্ত্রাসমুক্ত ভোট, ভয়মুক্ত ভোট করার জন্য। প্রখর রোদ গরম উপেক্ষা করেও এদিন তিনি ছুটে আসেন খাজা আনোয়ারবেড় থেকে হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায়। গানে গানে স্থপন বাউল বলেন, শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তিভঙ্গ কেউ কোরোনা। বোমাবাজি প্রাণহানি, মারামারি, খুনোখুনি কেউ কোরোনা, মায়ের কোল শূন্য করে কেউ দিও না। নিজের ভোট নিজে দাও ভোট নষ্ট কোরো না। সন্ত্রাসমুক্ত ভোট হতে হবে। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোটে কেউ জাত পাতের ভেদাভেদ করে গোষ্ঠীর প্রলোভনে পড়বেন না। বক্তব্যে ও গানে তিনি আরও বলেন নির্বাচন কমিশনকে কঠোর হতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে ও জনগণকে শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে

মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ



জাহেদ মিস্ত্রি 🔵 বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর মাঝপুকুর গ্রামে মাদক উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। আজ এসডিপিওর নেতৃত্বে পুলিশী অভিযান. দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের ঘটনা। চারজন সাব-ইন্সপেক্টর, ৩ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর সহ মোট ১৩ জন পুলিশ কর্মী আহত। বৃহস্পতিবার বিকেলে বারুইপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাছ পুকুর এলাকায় বাবু নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মাদক লুকানো আছে। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ অভিযানে যায়। যখন পুলিশ বাবুর বাড়িতে গিয়ে অভিযান চালাচ্ছিল, তখনই তাদেরকে কয়েক হাজার মানুষ ঘিরে ধরে। পুলিশ কর্মীদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়। তার আগে লাঠি, রড বঁটি দিয়ে তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরে সন্ধ্যেবেলা এসডিপিও বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস ও আইসি বারুইপুর সমজিৎ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলে । গত কালকের ঘটনার পর থেকে এলাকা শুনশান,ফাঁকা বারুইপুর থানার বৃদ্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝপুকুর এলাকা। বাবুসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতে বাইরের গেটে তালা লাগানো আশেপাশের লোকজন ভয়ে মুখ খুলতে চাইছে না। ৪ এস আই ৩ এ এস আই সহ ১৩ জন পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হন। তারপর থেকেই চলছে পুলিশের রেড। পুলিশের ভয়ে এলাকাছাড়া

গ্রামের পুরুষেরা।

মনোনয়ন জমা দিয়ে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের



আসিফা লস্কর ও বাইজিদ মণ্ডল 🔵 আলিপুর

আপনজন: মনোনয়ন জমা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'। শুক্রবার কালীঘাটে নিজের বাড়ির সামনে থেকে মিছিল করে আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন দাখিল করেন তিনি। তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ডের মনোনয়ন জমা করাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল আলাদা মাত্রায়। সকাল থেকে দলীয় কর্মী

সমর্থকদের ভিড ছিল তাঁর বাডির সামনে চোখে পড়ার মতো। এদিন প্রায় ১২টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন অভিষেক। পরনে ছিল সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট। হেঁটে হাত নাড়তে নাড়তে আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে পৌঁছন অভিষেক। মনোনয়ন জমা দিয়ে তৃণমূলের সেনাপতি বলেন, বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার জবাব বিজেপিকে সঠিক সময়ে দেবেন বাংলার মানুষই। নিজ সংসদীয় এলাকাবাসী ও দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন ১০ বছর আমাকে এই কেন্দ্রে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনারা।

টোটোয় সবুজ সাথীর সাইকেল ও লক্ষীর ভাঁড় নিয়ে তৃণমূলের প্রচার



সাথীর সাইকেল এবং লক্ষীর ভাঁড় নিয়ে লোকপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনব প্রচার করা হয় শুক্রবার খয়রাশোলের লোকপুরে। দুবরাজপুর বিধানসভার অন্তর্গত লোকপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শুক্রবার বিকেলে একটি মিছিল আয়োজিত হয়। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের ৪২ নম্বর আসনের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে এই মিছিল আয়োজিত হয়।মিছিলে পা মেলান খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃণাল কান্তি ঘোষ, যুব তৃণমূলের জেলা সম্পাদক দেবব্রত সাহা, শিক্ষক প্রদীপ মন্ডল, শিক্ষক তরুণ তপন ব্যানার্জী সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আয়োজিত এই মিছিল স্থানীয় এলাকার বাসষ্ট্যান্ড, বাজার সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এবং লোকপুর নিচু বাসস্ট্যান্ডে একটি

সেখ রিয়াজুদ্দিন

বীরভূম

আপনজন: টোটোর উপরে সবুজ

পথসভা আয়োজিত হয়। এই মিছিলে সবুজ সাথীর সাইকেল এবং লক্ষীর ভান্ডারের 'কার্ট আউট' টোটোতে করে মিছিল করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। বর্তমান তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম এই লক্ষ্মীর ভান্ডার এবং সবুজ সাথী প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতেই অভিনব উপায়ে এই মিছিল করা হয় লোকপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। লোকপুর নিচু বাস স্ট্যান্ডে পথসভায় বক্তব্য রাখেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রজত মুখার্জি, লোকপুর অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব হিসেবে ছিলেন দেবদাস নন্দী, পিয়ার মোল্লা, দীপক শীল প্ৰমুখ নেতৃত্ব।খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির আহ্বায়ক মৃণাল কান্তি ঘোষ, যুব তৃণমূলের জেলা সম্পাদক দেবব্রত সাহা প্রমুখ নেতৃত্ব।

আর্য মহা সভার প্রকাশ্য জনসভা নলহাটিতে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা 🔵 লোহাপুর আপনজন: জেলার মধ্যে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় বিভিন্ন দল ছেড়ে আর্য মহাসভায় যোগ দিলেন অসংখ্য কর্মী সমর্থক। লোকসভা নির্বাচনে আর্য মহাসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ মিশ্রর সমর্থনে শুক্রবার বিকেলে জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের নব হেমায়েতপুর ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সেবাশ্রমে। আর্য মহাসভা রাজনৈতিক দলটির বয়স সবে মাত্র আট মাস। এরই মধ্যে অতি অল্প সময়ে আর্য মহাসভা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল হিসেবে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনে জয়ী হয়। এবার ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে কলমের নিপ প্রতিক চিহ্নে বীরভূম কেন্দ্রে আর্য মহাসভার একমাত্র প্রার্থী পেশায় আইনজীবী বিশ্বজিৎ মিশ্র লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করছেন। এদিন নির্বাচনী জনসভায়

দলের আগামী দিনের লক্ষ্য



উদ্দেশ্য এবং ভোটের দিন নেতাকর্মীদের কি করনীয় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আর্য মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী বিশ্বজিৎ মিশ্র সহ দলের অসংখ্য নেতা কর্মীরা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা আর্য মহাসভার আগামী দিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর বিষয়ে মানুষ জানতে পেরে বাম কংগ্রেস বিজেপি সহ অন্যান্য দল ছেড়ে যেভাবে আর্য মহা সভায় মানুষ যোগদান করছেন। তাতে আগামী দিনে সারা ভারত বর্ষ জুড়ে শক্তি শালী রাজনৈতিক দল হিসেবে দৃষ্টান্ত রাখবে আর্য মহাসভা।

গ্রামে পানীয় জলের প্রবল অভাব, প্রতিবাদে হাঁড়ি-কলসি নিয়ে পথ অবরোধ মহিলাদের



সঞ্জীব মল্লিক 🔵 বাঁকুড়া আপনজন: গ্রামে রয়েছে নলবাহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা। কিন্তু সেই নল দিয়ে মাসের পর মাস মেলেনা জল। এই অবস্থায় গ্রাম জুড়ে শুধু পানীয় জল নয়, গৃহস্থালীর ব্যবহারের জলেরও তীর সঙ্কট দেখা এই পরিস্থিতিতে গ্রামে জল

সরবরাহ স্বাভাবিক করা অথবা বিকল্প ব্যবস্থার দাবীতে রাস্তায় হাড়ি কলসি নামিয়ে পথ অবরোধ করলেন গ্রামের মহিলারা। ঘটনা বাঁকডার শালতোডা ব্লকের সাতদেউলি গ্রামের।

আপনজন: মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে

স্টেশন নাম পাল্টে এবার হল

মুর্শিদাবাদ জংশন রেলওয়ে

মধ্যেই এই পরিবর্তন দেখে

এ বিষয়ে শিয়ালদহ শাখার

বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জংশন

স্টেশনের স্বীকৃতি লাভ দিন

প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে।

কয়েকের অপেক্ষা। তবে ওই

মুর্শিদাবাদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের

পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এখনো

কিছুদিন সময় লাগবে, তাই এই

সম্ভব হচ্ছে না। তবে কিছুদিনের

মুহূর্তে এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো

মধ্যেই লোকাল ট্রেন এই পথে

পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ

ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে ২০০১

সালের ২১শে জুলাই ভাগীরথী

নদীর উপর নসিপুর-আজিমগঞ্জ

করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা

৩০শে ডিসেম্বর ব্রীজের শিলান্যাস

করেন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব।

হওয়ার কথা থাকলেও কাজ চলতে

থাকে এবং ২০১৮ সালে মাঝপথে

কাজ থমকে যায়। দীর্ঘদিন কাজ

২০১০ সালের মধ্যে কাজ শেষ

রেলসেতু নির্মাণের অনুমোদন

বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৪ সালের

চলাচল শুরু করবে।'

অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে

ম্যানেজার বিনোদ কুমার সাহা

উচ্ছুসিত জেলার মানুষ।

স্টেশন। লোকসভা নির্বাচনের

বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লক এমনিতেই খরাপ্রবণ। এই ব্লুকে ফি গ্রীম্মে দেখা দেয় প্রবল জলকস্ট। ব্লকের জলকস্ট মেটাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাইপ লাইন বসানো হয়। পাইপ লাইন বসিয়ে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয় শালতোডা ব্লকের সাতদেউলি গ্রামেও। কিন্তু সেই পাইপ লাইন দিয়ে জল মেলেনা। গ্রামবাসীদের হাজার আবেদন নিবেদনে শেষ পর্যন্ত ট্যাঙ্কারে করে গ্রামে জল সরবরাহের উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। সম্প্রতি সেই ট্যাঙ্কার

পাঠানোর বিষয়টিও অনিয়মিত

বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালের ৩০

শে নভেম্বর আবারও শুরু হয় বাকি

অংশের কাজ। ব্রিজের কাজ সম্পন্ন

রেলওয়ে সেফটি নসিপুর রেলসেতু

করে গত ২৯ শে ফব্রুয়ারি

সিআরএস অর্থাৎ কমিশন অব

ট্রেন চলাচলের উপযোগী বলে

ঘোষণা দেয়। ২রা মার্চ কৃষ্ণনগর

থেকে প্রধানমন্ত্রী ওই রেলসেতুর

অনুমোদন পাওয়ার পর অনেক

স্পেশাল ট্রেন এবং মালগাড়ি

ব্রিজের উপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ

থেকে আজিমগঞ্জ হয়ে নিজের

লোকাল ট্রেন চালু না হওয়ায়

ক্ষোভ বাড়ছিল মানুষের মধ্যে।

এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়

মুর্শিদাবাদ স্টেশনের প্রবেশ পথে

দেওয়ালে লাগানো হয় মুর্শিদাবাদ

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখনো

ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন।

হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রবল জলসঙ্কটের মুখে পড়ে গোটা সাত দেউলি গ্রাম। হাতে গোনা কিছু পারিবারিক কুয়োর জলেই আপাতত তেষ্টা মিটছে গোটা গ্রামের। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? কবে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে? জলসঙ্কট আরো কতটা তীব্র হলে তবে টনক নড়বে প্রশাসনের এমনই হাজারো প্রশ্ন নিয়ে আজ স্থানীয় শালতোড়া মেজিয়া রাজ্য সডকের পাবড়া মোড়ে এসে হাজির হন স্থানীয় মহিলারা। রাস্তায় হাঁড়ি কলসি নামিয়ে চলতে

জংশন লেখা বোর্ড। তারপরেই

জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের

বিভিন্ন রেল সংগঠনের মধ্যে চর্চার

বিষয় হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ জংশন।

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার

পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন,

'জেলা তথা মুর্শিদাবাদ শহরের

পর্যটন মানচিত্রে এক বিপ্লব ঘটতে

চলেছে, মুর্শিদাবাদ জংশন বোর্ড

নসিপুর রেল সেতুর উপর দিয়ে

জংশন পর্যন্ত রেলপথ পুরোপুরি

তৈরি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জংশন রেল

হওয়া পর্যন্ত ২৪ কোচের এক্সপ্রেস

ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না, তাই

লোকাল ট্রেন চলাচল শুরু করবে

মুখ্যমন্ত্রী সভা

আমতায়, মাঠ

পরিদর্শনে

বিধায়ক

কিছুদিনের মধ্যেই আপাতত

বলে পূর্ব রেল সূত্রে খবর।

মুর্শিদাবাদ জংশন থেকে আজিমগঞ্জ

লাগানো তারই পূর্বাভাস।

মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

থাকে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ ওই রাজ্য সড়ক। পুলিশ ও প্রশাসনের অনুরোধেও আন্দোলনের বরফ গলেনি। বিক্ষোভকারীদের দাবী কোনো শুকনো প্রতিশ্রুতি নয়, আগে জল তারপর অন্যকিছু। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পর পুলিশ ও স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের তরফে গ্রামে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। এবং প্রতিনিয়ত দুবেলা পানীয় জল সরবরাহ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয় ব্লক প্রশাসনের তরফ।

মুর্শিদাবাদ স্টেশন এবার জংশন হল

শুভেন্দ



সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ 🔵 বীরভূম

তোলে একটি চায়ের দোকান

করে তার নিরাপত্তারক্ষীরা। নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে মার খান দুই নিরীহ গ্রামবাসী।

না: কাজল



আমীরুল ইসলাম • বোলপুর আপনজন: নানুর বিধানসভা কঙ্কালীতলা অঞ্চলে লায়েকবাজারে একটি কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ নানুরে বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতা নেতৃবৃন্দ। এই জনসভা থেকে কাজল শেখ বলেন সিপিএমকে একটাও ভোট নয়। সিপিএমকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন না এ কথা বললেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি আবারো জানান বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত মাল তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতবে। তীব্র গরম কে উপেক্ষা করে এই সভাতে বহু মানুষ হয়ে যোগদান করেছিলেন।

চোর চোর ধ্বনি শুনে মেজাজ হারালেন



আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক প্রচারের তীব্রতা তত ঝাঁঝাল হচ্ছে।আগামী ১৩ ই মে বীরভম জেলার দৃটি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রেক্ষিতে তৃনমূল ও বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করছেন।সেরূপ শুক্রবার বীরভূমের পুরন্দরপুরে সভা করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এখানে সভা শেষে রামপুরহাটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার পথে চোর চোর শ্লোগান শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যার প্রেক্ষিতে তার সিকিউরিটিরা গাড়ি থেকে নেমেই দুজনের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ।জানা যায় রাজনীতির বাইরে ও অনেকে মজা নেওয়ার জন্য চোর চোর শ্লোগান তোলে। সেরূপ শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে চোর চোর শ্লোগান

সিপিএমকে ভোট দেবেন

থেকে। আর চোর চোর' স্লোগান

শুনেই মেজাজ হারায় শুভেন্দু।

এনিয়ে গ্রামবাসীদের মারধর ও



গ্রেপ্তার করা হয়েছে সামশেরগঞ্জের নিমতিতা এলাকার ধানঘরা গ্রাম থেকে। তারপরেই তাদের সূতি থানা নিয়ে যায় পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মোটর বাইকও। সূত্রের খবর এদিন অরঙ্গাবাদ স্টেট ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল এক যুবক। তখন পাশেই একটি দোকানে টাকা নিয়ে দাঁড় হতেই হঠাৎ বাইক নিয়ে এসে দুই যুবক টাকার ব্যাগ হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি হইচই পড়তে ওই দুষ্কৃতিদের পিছু ধাওয়া করে স্থানীয়

তাদের পিছু ধাওয়া করে সুতি থানার পুলিশ। তারপরেই সুতি পেরিয়ে সামশেরগঞ্জের ধানগড়া এলাকায় প্রবেশ করে তারা। কিন্তু সামনের নদী পড়ে যাওয়াই আটকে যায় ওই দুষ্কৃতীরা। তখনই মুহুর্তেই পুলিশ এবং জনতার হাতে ধরা পড়ে যায় তারা। ধৃতরা বিহারের

বাসিন্দা বলেই জানতে পারা

গিয়েছে। যদিও পুরো ঘটনা তদন্ত

করে দেখছে সুতি থানার পুলিশ।

বাসিন্দা। খবর পেয়ে মুহূর্তেই

মধ্যমগ্রামে শিক্ষক সমাবেশ



মনিরুজ্জামান 🔴 বারাসত আপনজন: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে শুক্রবার মধ্যমগ্রামের নজরুল শতবার্ষিকী সদনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং ওয়েবকুপা অধ্যাপক সমিতির আয়োজনে এক শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দেগঙ্গা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্ৰেস নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,শিক্ষক সমিতির নেতা বিজন সরকার, ডিপিএসসির চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ সরকার,মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য আফতাবউদ্দিন

সহ আরও অনেকে। এই সমাবেশে বক্তারা বলেন,মানুষের কাছে গিয়ে দলীয় প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে।দলীয় সমস্ত শাখা সংগঠনগুলো যেভাবে দলীয় প্রার্থীর হয়ে কাজ করছে সেভাবেই কাজ করে যাবে।মিটিং,মিছিল সহ মানুষের কাছে বেশি বেশি করে গিয়ে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবে।সবাই যদি আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করি তাহলে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয়ের মার্জিন আরও বেড়ে যাবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। আমাদের সবার লক্ষ্য বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্ৰেস প্ৰাৰ্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে চতুর্থ বারের জন্য

নির্বাচিত করে পার্লামেন্টে

পাঠানো।

হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে বিজেপি: ফিরহাদ



আপনজন: তাঁড়াবেড়িয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক এর সমর্থনে একাধিক বিশাল নির্বাচনী জনসভা থেকে বিরোধীদের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উল্লেখ্য আমডাঙার তাঁড়াবেড়িয়া, আয়লসিদ্দিকি, নৈহাটির ভাটপাড়া,টিটাগড় এলাকায় চারটি নির্বাচনী জনসভা থেকে বাংলার উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধী বিজেপি ও আইএসএফকে তীব্ৰ কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে বাংলার দশ কোটি মানুষের যে পরিষেবা প্রদান করে

চলেছে তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। বিরোধীরা যতই হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বাংলায় ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা করুন তা কোনভাবেই বাংলার মানুষের মনে দাগ কাটবে না। এনআরসি সিএএ নিয়ে বিজেপির যে জুজু তা বাংলার মানুষ ধরে ফেলেছে। ওদের একটাই কাজ জাতি ধর্ম বর্ণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ভোট পাওয়া কিন্তু সভ্য বাঙিলিরা কখনই ওদের পাঁতা ফাঁদে পা দেবেন না। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, কাজের ছেলে পার্থ ভৌমিক এর সমর্থনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ময়দানে নেমে কাজ করার বার্তা রাখেন। উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে মমতা নাম লেখা আছে। উপস্থিত ছিলেন আমডাঙার বিধায়ক রফিকুল রহমান, স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জ্যোতিরময় দত্ত, নৌসাদ আলম, খুরশিদ আলম প্রমুখ।

সুরজীৎ আদক 🔵 আমতা আপনজন: আগামী ১২ -ই মে অর্থাৎ রবিবার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা

আহমেদ-এর সমর্থনে আমতার ফুটবল ময়দানে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শুক্রবার জনসভার মাঠ পরিদর্শন ও প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।যেখানে উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি,উওর কেন্দ্রের দলের সভাপতি বিমল দাস,সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ.কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা,যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল,হাওড়া গ্রামীণ জেলার ছাত্র পরিষদের সভাপতি হাসিবুর

রহমান,সহ:সভাপতি রুহুল আমীন

প্রমুখ।

প্রথম নজর

জর্ডানে সাগরের তলদেশে সুসজ্জিত সামরিক জাদুঘর



আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাংক। পেছনে সৈন্য বহনকারী গাড়ি। পাশে আবার হেলিকপ্টার। দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধ বাঁধবে যেকোনো মুহূর্তে। যুদ্ধক্ষেত্রের এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানে, তাও আবার পানির নিচে! আসলে এটি যুদ্ধক্ষেত্রের আদলে সাজানো একটি ডুবো জাদুঘর। এগুলো দেখতে স্কুবা ডাইভিং করেন পর্যটকরা। ২০১৯ সালে আকাবা শহরের উপকূলে প্রথম এই সামরিক জাদুঘরটি উন্মোচন করা হয়। জাদুঘরটি তৈরি করতে একের পর এক ডোবানো হয় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া ট্যাংক, সৈন্যদের পিকআপ ও হেলিকপ্টার। আকাবার অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখানে এসে

পর্যটকরা পানির নিচের সামরিক জাদুঘরের পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশ দেখারও সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। স্কুবা ডাইভিং ও ডাইভিং মাস্ক পরে এখানে যেতে

জাদুঘরটিতে সামরিক গাড়ি, যন্ত্রপাতি সবমিলিয়ে মোট ১৯টি সরঞ্জাম রয়েছে। সরঞ্জামগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, যাতে পর্যটকরা ঘরে ঘরে সাঁতার কেটে তা উপভোগ করতে পারেন। এছাড়া সামরিক যানগুলো ডোবানোর আগে এঞ্চলো থেকে সব ধবনেব ক্ষতিকর পদার্থ বের করে ফেলা

জর্ডানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম পথ পর্যটন খাত। দেশটির জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।

আমিরাতে রাজপরিবারের

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব এবং প্রেসিডেন্টের নিকটাত্মীয় শেখ হাজ্জা বিন জায়েদ বিন সুলতান শেখ হাজ্জাকে আমিরাতের অত্যন্ত

উঠাবসা ছিলো ৪০ এরও কম বয়সী হাজ্জার।

তার মৃত্যুতে গোটা আমিরাতেই শোক নেমে এসেছে। এখনো পর্যন্ত হাজ্জার মৃত্যুর কোনো কারণ প্রকাশ

এ ঘটনার মাত্র কিছুদিন আগে আমিরাতের রাজপরিবারের অপর এক সদস্য শেখ তাহনুনের মৃত্যু হয়। শেখ তানুন আবুধাবির শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মৃত্যুতে ওমানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ শোক সমবেদনা জানিয়েছে।

পরিষদের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ফিলিস্তিনকে নতুন সদস্য করার পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৪৩টি দেশ। বিপক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলসহ ৯টি দেশ। ভোটদানে বিরত ছিল ২৫টি দেশ। তবে সাধারণ পরিষদের এই ভোটের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘে পূর্ণ সদস্যপদ পাবে না ফিলিস্তিন। তবে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘে যুক্ত করার পক্ষে এটি একটি বৈশ্বিক স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করবে। এর আগে গত মাসে নিরাপত্তা পরিষদে তোলা একই ধরনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগে খারিজ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ পরিষদের ভোটের মাধ্যমে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ না পেলেও অতিরিক্ত কিছু সুবিধা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে পূর্ণ

বিপুল ভোটে পাস হয়েছে। বিষয়টি ইতিবাচভাবে পুনর্বিবেচনার জন্য

নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান

শুক্রবার প্রস্তাবটির ওপর ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ

সদস্যপদ দেওয়ার একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে

> ভোগ করবে ফিলিস্তিন। যেমন চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পরিষদের অধিবেশন কক্ষে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আসন পাবে তারা। তবে কোনো প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে না। ভোটাভুটির সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ছিলেন আল-জাজিরার সাংবাদিক গ্যাব্রিয়েল এলিজোন্ডো। তাঁর মতে, প্রস্তাবের পক্ষে বিপুল ভোট পড়ার ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'যেমনটি আমরা শুনছিলাম–ফিলিস্তিনের পক্ষে ১২০ থেকে ১৩০টির মধ্যে

ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের

পূর্ণ সদস্য করার পক্ষে ১৪৩

দেশের ভোট

১৪০ হতে পারে। তবে ১৪৩টি ভোট পড়াটা একেবারে ধারণাতীত।' ভোটের পর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, প্রস্তাব পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে এটা দেখা গেছে যে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও অধিকারের পক্ষে রয়েছে বিশ্ব। একই সঙ্গে তারা ইসরায়েলের দখলদারির বিপক্ষে। তবে এই ভোটের নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘের ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাড এরডান। তিনি বলেছেন, জাতিসংঘ এখন 'সন্ত্রাসী একটি রাষ্ট্রকে' স্বাগত জানাচ্ছে।

ফের রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হতে যাওয়া কে এই মিখাইল মিশুস্তিন?

ভোট পড়তে পারে। সর্বোচ্চ তা



সরকারের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত

করার জন্য প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির

পুতিন একটি প্রস্তাব দুমায় জমা

ডেপুটিরা সাংবিধানিক বিধি মেনে

দিয়েছেন। শুক্রবার (১০ মে)

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে আবারও মিখাইল মিশুস্তিনকে নির্বাচিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দুমায় এ প্রস্তাব দিয়েছেন

শুক্রবার (১০ মে) রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের স্পিকার ভিয়াচেস্লাভ ভোলোদিন এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার (৭ মে) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চমবারের মতো শপথ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছয় বছর মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে শপথ নেন ৭১ বছর বয়সী এ নেতা। এরপর রাশিয়ার আইন অনুযায়ী আগের মেয়াদের সরকার পুতিনের সামনে পদত্যাগ করে। এরপরই নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। টেলিগ্রামে দেয়া এক পোস্টে দুমার

স্পিকার ভিয়াচেস্লাভ ভোলোদিন

লিখেছেন, মিখাইল মিশুস্তিনকে

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মিশুস্তিনকে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাবটি যে দুমায় অনুমোদন পেতে যাচ্ছে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। কারণ রাশিয়ার পার্লামেন্টে বিরোধী শক্তি নেই। পুতিনের সব সিদ্ধান্তই পার্লামেন্টের সমর্থন পেয়ে থাকেন। স্পিকার ভিয়াচেস্লাভ ভোলোদিন আরও বলেন, ভোটাভুটির আগে মিশুস্তিন দুমায় বক্তব্য দেবেন। দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোসহ সরকারের জন্য পুতিন যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছেন, সেগুলো কীভাবে সমাধান করবেন, তা নিয়ে তাকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে ফের

বসতে যাওয়া কে এই মিশুস্তিন?

৫৮ বছর বয়সী মিশুস্তিন ১৯৬৬

সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

নিরাপত্তা বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই তাকে গোয়েন্দাদের শক্তিশালী অংশে রাখা ২০২২ সালের অক্টোবরে মিশুস্তিনকে সমন্বয় কাউন্সিলের প্রধান করা হয়। মূলত ওই সময়ে তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধে সৈন্যদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ এবং মেডিকেল সুবিধাসহ অন্যান্য সহযোগিতা

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

বাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে

বিভাগের প্রধান ছিলেন। এক দশক

এছাড়া রাশিয়ার ক্ষমতাসীন পক্ষের

প্রধান টেকনোক্র্যাট মিশুস্তিনের

মিশুস্তিন কেন্দ্রীয় কর সেবা

ধরে এ দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

আলোর মুখ দেখেনি। দীর্ঘদিন যুদ্ধবিরতি আলোচনা স্থবির হয়ে পড়ে থাকার পর গত সপ্তাহে আলোচনায় নতুন গতি আসে। একপর্যায়ে মধ্যস্থতাকারীদের দেওয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজিও হয় হামাস। তবে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি রাজি হলেও ইসরায়েলের টালবাহানায় শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তি ছাড়াই এবারের কায়রো আলোচনা শেষ ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তাকে গত মঙ্গলবার থেকে কায়রোতে সরকারপ্রধান হিসেবে দিমিত্রি হামাস, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতারের প্রতিনিধিদল বৈঠক মেদভেদেভের স্থলাভিষিক্ত করেন পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার অন্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি মিশুস্তিনের ওপরও

করছে। মিশরের রাজধানীতে এই আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হলেও কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। দুটি মিশরীয় নিরাপত্তা সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। হামাসের রাজনৈতিক শাখার সদস্য ইজ্জাত এল-রিশেক বলেছেন, মধ্যস্থতাকারীদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের অনুমোদনের বিষয়ে আবারও আশ্বস্ত করে হামাসের প্রতিনিধিদল কায়রো ত্যাগ করেছে। এই প্রস্তাবে গাজায় বন্দি ইসরায়েলি জিন্মিদের মুক্তি এবং ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হবে। তবে বৃহস্পতিবার (৯ মে) বিকেলে একজন সিনিয়র ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ বন্ধে কায়রোতে পরোক্ষ

আলোচনার সর্বশেষ দফা শেষ

রাফা এবং গাজা উপত্যকার

হয়েছে। এখন পরিকল্পনা অনুযায়ী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের

মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা

যুদ্ধবিরতির আলোচনা কোনও

অঞ্চলে নতুন করে বোমাবর্ষণ

করেছে। চুক্তি ছাড়াই যুদ্ধবিরতি

রাফাতে হামলা চালিয়ে যাওয়ার

এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা

যুদ্ধ শুরুর এক মাসের মাথায়

দিনের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সাত

হলেও এরপর আর কোনো চুক্তি

শুক্রবার (১০ মে) এক প্রতিবেদনে

কথাও জানিয়েছে।

আলোচনা শেষ হওয়ায় ইসরায়েল

ধরনের চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী রাফা

ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দীর্ঘ সাত

মধ্যস্থতাকারীদের কাছে তেল আবিব নিজেদের আপত্তি জমা দিয়েছে বলেও জানান তিনি। এর আগে গত সোমবার (৬ মে) হামাসের একটি সূত্র জানায়, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার কথা মিশর ও কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের নিশ্চিত করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে প্রতিরোধ সংগঠনটি জানায়, হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া কাতারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মাদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি এবং মিশরের গোয়েন্দাপ্রধান আব্বাস কামেলের সঙ্গে এক ফোনালাপে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার কথা হামাসের এমন বার্তার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন

অন্যান্য অংশে তাদের অভিযান

নতুন যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময়

চুক্তির বিষয়ে হামাসের প্রস্তাব নিয়ে

চালিয়ে যাবে ইসরায়েল।

চুক্তি ছাড়াই শেষ

হল গাজায়

যুদ্ধবিরতি আলোচনা

নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানায়, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি ইসরায়েলের সব দাবি পূরণ করেনি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, হামাস যে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে তা মিশরীয় প্রস্তাবের কাটছাঁট। তবে এতে এমন বিষয়ও রয়েছে যাতে ইসরায়েল রাজি হবে না। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যার পাশাপাশি প্রায় ২৫০ ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে গাজায় বন্দি করে নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসকে নির্মূল এবং বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। গত নভেম্বরে সাত দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে ১১০ ইসরায়েলি বন্দিকে হামাস মুক্তি দিলেও এখনো তাদের হাতে শতাধিক বন্দি আছেন। অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ আহত

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাতিসংঘে ফের উঠছে ফিলিস্তিনের সদস্যপদের আবেদন, আসতে পারে সুখবর



আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আজ ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদের আবেদন নিয়ে ভোটের আয়োজন করা হবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে এবং নিরাপত্তা পরিষদকেও প্রস্তাবটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার সুপারিশ

শুক্রবার (১০ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ফিলিস্তিন সরকার যুগের পর যুগ ধরে জাতিসংঘের সদস্যপদ পেতে চেষ্টা-তদবির করে আসছে। বিশ্বের বড় বড় দেশ ও নেতাদের অনুরোধ করে আসছেন দেশটির নেতারা। তবে এত বছর পার হলেও শুধু জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা নিয়েই সম্ভুষ্ট থাকতে হয়েছে দেশটিকে। বছরের পর বছর ধরে বৈশ্বিক সংস্থাটির নিরাপত্তা পরিষদে আটকে আছে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদের আবেদন। এমনকি গত মাসে নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনি আবেদনের পক্ষে অধিকাংশ দেশ ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের কারণে তা পাস হয়নি। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ফিলিস্তিন যে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হওয়ার যোগ্য তার স্বীকৃতি দিতে শুক্রবার সাধারণ পরিষদে ভোট হবে। এই ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনের পক্ষেই ভোট দেবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ। একই সঙ্গে গত মাসে মার্কিন ভেটোর কারণে ফিলিস্তিনি সদস্যপদের আবেদন আটকে যাওয়ার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আহ্বান জানানো

২০১১ সালে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ পেতে আবেদন করেছিল ফিলিস্তিন। সেই আবেদন এখনো পড়ে আছে। গত মাসে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটের আয়োজন করা হয়। সেখানে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘে পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের ১২ টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ড ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ায় তা আর পাস হয়নি। তবে পূর্ণ সদস্যপদের আবেদন আবারও সচল করার চেষ্টা করছে ফিলিস্তিন। সাধারণ পরিষদে আজ এই প্রস্তাব পাস হলে কার্যকরভাবে তা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আরো এক সদস্যের মৃত্যু



আমিরাত রাজপরিবারের সদস্য আল নাহিয়ান মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আমিরাতের প্রেসিডেন্ট অফিস। বৃহস্পতিবার মৃত্যুর পর এদিনই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমিরাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজ পরিবারের সদস্যসহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

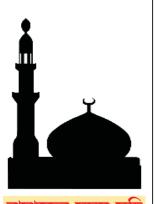
প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবেই মূল্যায়ন করা হত। দেশটির প্রেসিডেন্ট থেকে ভিন্ন দেশের কুটনীতিক-রথী মহারথীর সাথে

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩০মি

ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১২ মি.

থাইল্যান্ডে ভয়াবহ দাবদাহে



নামাজের সময় সাচ ওয়াক্ত শুরু শেষ ফজর 0.00 8.66 33.06 যোহর আসর ৪.০৯ মাগরিব ७.১২ এশা 9.28

তাহাজ্জুদ ১০.৫২

৬১ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে ভয়াবহ দাবদাহে চলতি বছরে এ পর্যন্ত হিটস্ট্রোকে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সংখ্যা পুরো ২০২৩ সালের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি। শুক্রবার (১০ মে) এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তীব্র গরম আবহাওয়ার কারণে থাইল্যান্ডের জনজীবন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ে। এতে কর্তৃপক্ষকে প্রায় প্রতিদিনই তাপদাহের বিষয়ে সতর্কতা জারি করতে দেখা যায়।

ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান অ্যামনেস্টির



আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বৃহস্পতিবার (৯ মার্চ) এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা উচিত। অন্যথায় তারা আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন করতে পারে। এদিকে

রাফায় হামলা চালানো হয়েছে। এর আগে বাইডেন ইসরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে. ইসরায়েল যদি দক্ষিণ গাজার রাফা শহরে আক্রমণ চালায় তবে তিনি তাদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন। হামাসের সঙ্গে সংঘাত চলাকালীন প্রথমবারের মতো এটাই ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা ছিল। কিন্তু বাইডেনের এই সতর্কবার্তা কানে তোলেনি ইসরায়েল। তারা এরইমধ্যে রাফায় ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে এবং সেখানে অভিযান শুরু হয়েছে। রাফাকে হামাসের শেষ ঘাঁটি উল্লেখ করে সেখানে অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাফায় আক্রমণ করবেন।

ষড়যন্ত্র: ইউক্রেনের স্টেট গার্ডের প্রধান বরখাস্ত

জেলেনস্কিকে হত্যার



আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই স্টেট গার্ডের প্রধানকে বরখাস্ত করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওই বাহিনীর দু'জন সদস্যের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই সপ্তাহের শুরুতে জেলেনস্কি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা স্টেট সিকিউরিটি

সার্ভিস (এসবিইউ)। আর এরপর বৃহস্পতিবার স্টেট গার্ডের সাবেক নেতা সের্হি রুডকে বরখাস্ত করেন জেলেনস্কি। অবশ্য রুডের উত্তরসূরির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এসবিইউ এর আগে বলেছিল, ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মাঝে রাশিয়ার নিয়োগ করা এজেন্টদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদের অপহরণ এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এসবিইউয়ের প্রধান ভাসিল মালিউক বলেন, মঙ্গলবার পঞ্চম মেয়াদে শপথ নেওয়ার আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ব্যর্থ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রটি 'উপহার' হিসেবে দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা

হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৫০০ মসজিদ ধ্বংস, নিহত শত শত ইমাম যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক



আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের চলমান হামলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে সেখানকার বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা ও ব্যক্তিত্বরা। ফিলিস্তিনের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০০ জন ইমাম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছে হানাদার ইসরায়েলি সেনারা। এছাড়া তারা পাঁচশরও বেশি মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। আংশিকভাবে ধ্বংস করেছে আরো অসংখ্য মসজিদ।

আল-ওমারি মসজিদও। ইসরায়েলিদের বর্বরতা থেকে বাদ যায়নি খ্রিস্টানদের গির্জাও। এখন পর্যন্ত তাদের হামলায় ঐতিহাসিক সেন্ট প্রোফাইরিসসহ তিনটি গির্জা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এছাড়া ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কোরআন পডকাস্ট ইনস্টিটিউটও হামলার শিকার হয়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমামসহ অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিরা শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালগুলোতে শান্তির বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন। তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদগুলো আবারও নতুন করে খুলছেন এবং কোরআনের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাসকে ভেঙে দিতে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ওপর ইচ্ছাকৃত হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

বাইডেনের হুঁশিয়ারির কোনো তোয়াক্কা না করেই রাফায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ ১৪৩১, ২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি



ব্যক্তিপূজা

মগ্র পৃথিবীতে আজ ব্যক্তিপূজা মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। বিষয়টি কতটা ভয়ংকর তাহা কল্পনাও করা যায় না: কিন্তু ইহা লইয়া তেমন একটা উচ্চবাচ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা গণতন্ত্রের জন্য এক অশনিসংকেত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক; কিন্তু তাহার পরও সর্বত্র চলিতেছে ব্যক্তিপূজার প্রতিযোগিতা ও জয়জয়কার। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইহা একটি ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ব্যক্তিপূজাকে ইংরেজিতে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট (Personality Cult)। কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশকে বলা হয় পারসোনালিটি কাল্ট বা ব্যক্তিপূজা। ইহা আতঙ্কজনক এই কারণে যে, যত বডই হউন, মানুষ হিসাবে সেই ব্যক্তিটিরও ভুলবিভ্রান্তি-বিচ্যুতি হইতে পারে: কিন্তু ব্যক্তিপজারিরা তাহার ধার ধারেন না। তাহাদের নিকট তোষামোদি হইল এক মোক্ষম অস্ত্র ও শিল্প। ইহার মাধ্যমে তাহারা অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বাৰ্থ হাসিল করে। স্বাৰ্থ যত বড়, ভক্তি বা পজার উপকরণ, আয়োজন ও প্রকাশও তত বড। এমনিতে বাংলায় পূজা কথাটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্চনা, আরাধনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার আরেকটি দ্যোতনা রহিয়াছে। গুণকীর্তন বা স্তৃতির নামও পূজা। এমনকি আমরা যে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করি, তাহাও এক অর্থে পূজার নামান্তর; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ বা নেতার প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া একসময় এমন অবস্থাও তৈরি হয়, যাহা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের সর্বনাশ হইয়াছে। দেখা দিয়াছে ফেরকা বা ভাঙন। যেমন–অনেকে মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল অনুঘটক ব্যক্তিপূজা। এমনিতেই কমরেডদের নিষ্ঠা, সততা, সংগ্রামী চেতনা ও জীবন উত্সর্গ করিতে প্রস্তুত থাকাটা প্রশ্নাতীত; কিন্তু বিপ্লব-উত্তর চার দশকে সোভিয়েত সমাজদেহে যে প্রধানতম ক্ষত তৈরি হয়, তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিপূজা। ১৯৭৪ সালের দিকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ভূগিতেছিল ব্রেজনেভ ম্যানিয়ায়। তাহার ছবি প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাইত। মাস্টারদের ক্লাস তাহার বন্দনা ছাড়া শুরু করা যাইত না। থিসিসের প্রথম অধ্যায়ে তাহার বাণীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কি আমরা ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাইতেছি না? সরকারি আমলা হইতে শুরু করিয়া রাজনৈতিক নেতাকর্মী এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের লোকজনও কি ব্যক্তিপূজায় নিমগ্ন নহেন? একদিকে ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, অর্থপাচার, ব্যাংক লোপাট ইত্যাদি অপকর্ম বাড়িতেছে, অন্যদিকে সমানতালে বাড়িতেছে ব্যক্তিবন্দনা। ইহার মাধ্যমে সকল অন্যায়-অপকর্ম কি জায়েজ বা হালাল করিবার বন্দোবস্তু করা হইতেছে না? ব্যক্তিপূজার নামে এই ভক্তিবাদ প্রদর্শনের হেতু কী, তাহা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে ইহার পরও অনেকে রহিয়াছেন যাহারা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নহেন। তাহারা দল বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যেইটুকু না বলিলেই বা না করিলেই নহে, তাহাই করেন বা বলেন মাত্র; কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা পারফরম্যান্সের চাইতে ব্যক্তিবিশেষের বন্দনায় শুধু হিতে বিপরীতই হয়। উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষই আজ প্রধান কথা। এইরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র টিকসই হইতে পারে না। কোনো না কোনো সময় ভিতর হইতেই ভাঙিয়া পডিবার দশা যে হইবে না তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। এই জন্য আমরা দেখি, ইসলাম ধর্মে ব্যক্তিপজা বা তাকলিদ নিষিদ্ধ। প্রিন্সিপাল বা মূলনীতির অনুসরণকে প্রাধান্য না দিয়া ব্যক্তিপূজার ফল হয় অশুভ; কিন্তু ইহা যখন সর্বনাশ ডাকিয়া আনে, তখন আর কিছুই করিবার থাকে না। তখন পূজার্হ ব্যক্তির নায়ক হইতে খলনায়কে পরিণত হইতে সময় লাগে না।

যুদ্ধাপরাধের জন্য নেতানিয়াহুদের কেন গ্রেপ্তার করা হবে না



সকল বিনম্র ইসরায়েলীর উচিত নিজেদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করা। সেগুলো হলো: তাদের দেশ গাজায় যুদ্ধ অপরাধ করছে কি না? যদি তাই হয়ে, তাহলে কিভাবে এটা বন্ধ করতে হবে? আর কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিত? কে তাদের শাস্তি দিতে পারে? অপরাধ বিচারহীনভাবে চলতে থাকা আর অপরাধীরা পার পেতে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? লিখেছেন গিডিয়ন লেভি..



সকল বিনম্র ইসরায়েলীর উচিত নিজেদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করা। সেগুলো হলো: তাদের দেশ গাজায় যুদ্ধ অপরাধ করছে কি না? যদি তাই হয়ে, তাহলে কিভাবে এটা বন্ধ করতে হবে? আর কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিত? কে তাদের শাস্তি দিতে পারে? অপরাধ বিচারহীনভাবে চলতে থাকা আর অপরাধীরা পার পেতে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? যে কোনো ইসরায়েলী অবশ্যই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে' না' বলতে পারেন-দাবি করতে পারেন যে গাজায় ইসরায়েল কোনো যুদ্ধাপরাধ করছে না। সেক্ষেত্রে বাকী প্রশ্নগুলো তার জন্য অর্থহীন। কিন্তু কিভাবে একজন প্রথম প্রশ্নটির নেতিবাচক জবাব দিতে পারেন যখন তাঁর সামনে গাজার যাবতীয় পরিস্থিতি ও তথ্যাদি রয়েছে: প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে আর ১০ হাজার নিখোঁজ। তাদের দুই-তৃতীয়াংশই নিরীহ বেসামরিক ও সাধারণ মানুষ যা খোদ ইসরায়েলী প্রতিরক্ষা বাহিনীই (আইডিএফ) বলছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৩ হাজার শিশু, ৪০০ চিকিৎসা কর্মী আর ২০০

জনের বেশি সাংবাদিক। গাজার

৭০ শতাংশ ঘরবাড়ি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ওখানকার ৩০ শতাংশ শিশু চরম পুষ্টিহীনতায় ধুকছে; আর প্রতি ১০ হাজারে দু'জন মারা যাচ্ছে অনাহার ও অসুখে। এগুলো সব জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিসংখ্যান। এটা কি সম্ভব যে এরকম সব ভয়াবহ সংখ্যা কোনো রকম যুদ্ধ অপরাধ ঘটানো ছাড়াই তৈরি হয়েছে? ন্যায়্য বা যৌক্তিক

এরকম সব ভয়াবহ সংখ্যা কোনো
রকম যুদ্ধ অপরাধ ঘটানো ছাড়াই
তরির হয়েছে? ন্যায্য বা যৌক্তিক
কাউকে না কাউকেতো এই বিচারের জন্য উঠে দাঁড়াতে
হবে। অনেক ইসরায়েলি যেমন এটা চায় যে দুর্নীতির দায়ে
অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শাস্তি হোক,
তাদেরতো এটাও চাওয়া উচিত যে নেতানিয়াহু ও তাঁর সকল
অধীনস্থরা আরো অনেক বড় ও মারাত্মক অপরাধের জন্য,

গাজায় অপরাধ কর্ম ঘটানোর জন্য, শাস্তি পাক।

আওতায় আনতে হবে।

ইসরায়েলি হাসবারা বা গণ

কূটনীতিক তৎপরতায় কিন্তু গাজার

পাল্টা এরকম প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে

কেন শুধু আমাদের দিকেই আঙুল

তোলা হচ্ছে? সুদান ও ইয়েমেনে

বাস্তবতা অস্বীকারে চেষ্টা করেনি।

বরং এতে সারা দুনিয়ার কাছে

কারণে অনেক যুদ্ধ হয়ে থাকে
যেখানে অপরাধের আশ্রয় নেয়া
হয়। তবে যুদ্ধের ন্যায্যতা এর
অপরাধকে ন্যায্যতা দান করে না।
গোজায়া যে বিপুল পরিমাণে হত্যা
ও ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে, মানুষকে
অনাহার ও বাস্ত্যচুতির দিকে
যেভাবে ঠেলে দেয়া হয়েছে, তা
ক্রমাণত যুদ্ধ অপরাধ ঘটানো ছাড়া
হতে পারত না। এর জন্য
কয়েকজন ব্যক্তি দায়ী এবং
তাদেরকে অবশ্যই বিচারের

বিজেপির উত্থানের ব্যাখ্যাটা

থেকে এমনটা করা হচ্ছে। এই
যুক্তি ধোপে টিকে না।
মাত্রাছাড়া গতিতে গাড়ি চালানোর
জন্য চালককে থামালে সে এই
বলে পার পায় না যে সে একা
এমনটি করেনি। অথচ ইসরায়েলে
অপরাধ ও অপরাধী– দুইই দিব্যি
বহাল তবিয়তে থাকছে। এসব
অপরাধের জন্য ইসরায়েল কখনো
কারো বিচার করবে না। যুদ্ধের
অপরাধই হোক আর দখলদারির
অপরাধই হোক, ইসরায়েল

কখনোই তা করেনি। তবে কোনো এক সুদিনে ফিলিস্তিনীদের ক্রেডিট কার্ড চুরি করার জন্য হয়তো কোনো সৈন্যকে বিচারের মুখোমুখি করবে! কাউকে না কাউকেতো এই বিচারের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে। অনেক ইসরায়েলি যেমন এটা চায় যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শাস্তি হোক, তাদেরতো এটাও চাওয়া উচিত যে নেতানিয়াহু ও তাঁর সকল অধীনস্থরা আরো অনেক বড় ও মারাত্মক অপরাধের জন্য, গাজায় অপরাধ কর্ম ঘটানোর জন্য, শাস্তি পাক। কিন্তু ন্যায় বিচারের জন্য মানবতার বোধ এটা দেখতে চায় যে অপরাধীরা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোনো অপরাধে লিপ্ত হতে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে। এই যুক্তিতে হয়তো আমরা আশা করতে পারি যে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) তার কাজটি করবে। সকল দেশপ্রেমিক ইসরায়েলি এবং দেশের যারা ভাল চায়, তাদের প্রত্যেকেরই এরকমটি প্রত্যাশা করা উচিত। এটাই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে ইসরায়েলের নৈতিক মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এখন পর্যন্ত তো যে কোনো কিছু করাই এই মানদণ্ড হয়ে রয়েছে। নিজ দেশের

সেনাবাহিনীর গ্রেপ্তার হওয়ার প্রত্যাশা করা খুব সহজ নয়। তারচেয়ে কঠিন হল প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করা। কিন্তু তাদের থামানোর আর কোনো উপায় আছে কি? গাজার হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা ইসরায়েলকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যা সামাল দেয়া বেশ দুরূহ। দেশটি কখনো এরকম জঘন্যতম বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি। আর কেউ না কেউ তো এর নেতৃত্ব দিয়েছে। না। কোনো ইহুদি-বিদ্বেষ নয়। বরং দেশটির নেতারা ও সামরিক কর্মকর্তারাই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তাদের কারণেই ৭ অক্টোবরের পর খুব দ্রুত এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। তারাই সযত্নে লালিত একটি দেশের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একে সারা দুনিয়ার কাছে অচ্ছুত রাষ্ট্রে রূপান্তর ঘটিয়েছে। কাউকে না কাউকেতো এই বিচারের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে। অনেক ইসরায়েলি যেমন এটা চায় যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শাস্তি হোক, তাদেরতো এটাও চাওয়া উচিত যে নেতানিয়াহু ও তাঁর সকল অধীনস্থরা আরো অনেক বড় ও মারাত্মক অপরাধের জন্য, গাজায় অপরাধ কর্ম ঘটানোর জন্য, শাস্তি পাক। নেতানিয়াহু ও তাঁর দলবলকে বিনা শাস্তিতে পার পেতে দেয়া যাবে না। আলোচ্য অপরাধের জন্য হামাসের দায় থাকলেও শুধু তাদেরকে দায়ী করা যায় না। কারণ, আমরাই তো তারা যারা গাজাবাসীকে হত্যা করেছি. অনাহারে রেখেছি, ঘর ছাড়া করেছি এবং নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছি। কাজেই তাঁদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। আর নাটের গুরুতো অবশ্যই নেতানিয়াহু। হেগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনা প্রধানসহ তাঁর বন্দিদশার ছবি দেখাটা প্রত্যেক ইসরায়েলীর জন্য দু: স্বপ্নের মতো হলেও সম্ভবত এটাই হবে সঠিক। হ্যাঁ, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। আন্তর্জাতিক আদালতের ওপর ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চাপ তৈরি করছে, তা প্রচণ্ড (এবং ভূল)। তবে ভীতির কৌশলগুলো গুরুত্বপূর্ণ। যদি আগামী কয়েক বছর ইসরায়েলী কর্মকর্তারা বিদেশ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয় যদি তারা কী হতে পারে ভেবে ভীত থাকে, তাহলে আমরা এটা নিশ্চিত হতে পারি যে আগামীবার কোনো যুদ্ধের সময়

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের এবং



💜 আপন কণ্ঠ

উচ্চমাধ্যমিকেও খাতায় নাম লেখা রুখতে হবে



বিষর পেয়েছ, তাদের স্বভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েই বলি,রাজ্যের বহু প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিকের মেধাবী ছেলেমেয়েদের ফল আশানুরূপ হয় নি বলেই খবর। যার ফলে, বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ খুবই হতাশ। তাদের বলব, ধৈর্য রেখে সামনের পথ হাঁটো। তোমাদের মেধাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আরোও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে চলো,সাফল্য তোমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বেই। যারা খুব ভালো ফলের আশা করেছিল, তাদের জন্য বলবো, তারা খাতা রিভিউ বা স্ক্রটিনি নয়, আর টি আই (RTI) করুক। আসলে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত মেধাতালিকা দারুণ ভাবে পরিবর্তনের আশঙ্কায় কিংবা পূর্বের দেখা এক্সামিনার, স্ক্রুটিনিয়র ও হেড এক্সামিনার এমনকি, সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা কাউন্সিল পর্যন্ত প্রশ্নের মুখে পড়ার আশঙ্কায় রিভিউ বা স্ক্রুটিনিতেও নম্বর খুব একটা বাড়ে না। তাই, হয়ত মন বোঝাতে একটা অল্পস্থল্ল নম্বর কখনও দেওয়া হয়, কখনও দেওয়াই হয় না। আর টি আই করলে কিন্তু দারুণ সতর্কতার সাথে খাতা মূল্যায়ন করা হবে। এবং, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহেলা (ইচ্ছায়/ অনিচ্ছায়) বিরাট কিছু পরিবর্তন ঘটলে,তাঁদের শাস্তির মুখেও পড়তে হতে পারে। তাই বলব ,আর টি আই করেই একবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দাও না কেন? যাঁরা তোমাদের আশা বা তোমাদের সাফল্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের অবজ্ঞা কে একবার কড়া প্রশ্নের মুখে ফেলে দাও না একবার। আর হ্যাঁ, মাধ্যমিক থেকে সমস্ত পরীক্ষা ও সিস্টেমে নাম বাদ দিয়ে কোডিং ব্যবস্থা হোক । মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতায় কিন্তু নাম লেখার জায়গা আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধুই রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর। দেখবেন,

যেদিনই এই ব্যবস্থা চাল হবে

সেদিনই ছবিটা অনেক পাল্টে যাবে

হয়ত ! সুধী জনের কাছে আবেদন,

পরীক্ষা–ব্যবস্থায় নাম না লেখার

ব্যবস্থা চালু নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন

হোক,প্রয়োজনে জনস্বার্থে মামলা

মারফত সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলিতে

আবেদন নিবেদন করা

হোক।

বর্ধমান

জাহির আব্বাস

গৌরব ডালমিয়া

শ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের
বিদ্যালি হিসেবে পরিচিত
ভারত তার ৯৬ কোটি ৮০
লাখ ভোটার নিয়ে এখন নির্বাচন
তথা গণতান্ত্রিক অধিকারের চর্চা
করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির
ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি
(বিজেপি) বড় ব্যবধানে এই
নির্বাচনে জিতবে বলে আশা করা
হচ্ছে।

ভারতের নির্বাচনী পটভূমিতে বিজেপির আধিপত্য বিস্তারের পেছনে নানা কারণ কাজ করেছে। যেমন বিজেপি তার সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছে; দলের পদ-পদবি বন্টনে মেধাতন্ত্রকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে; দলটি তার 'ভোটার-ঘাঁটি'কে বিস্তৃত করেছে এবং দক্ষতার সঙ্গে দরিদ্র শ্রেণির নাগালে অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধা ও পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে। সামাজিকভাবে রক্ষণশীল কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী ঘরানার দল বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৮০ সালে; যদিও

জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনসংঘের আদর্শে দলটির শিকড গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গত ৭৭ বছরে বিজেপি (১৯৮০ সালের আগে জনতা সংঘ কিংবা জনতা পার্টি নামে) সব মিলিয়ে প্রায় ১৯ বছর ক্ষমতার ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যেখানে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫১টি আসন পেয়েছিল, সেখানে বিজেপি পেয়েছিল ২৯২টি। এই উচ্চ মাত্রার জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরও বিজেপি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজ ধরে

রেখেছে।
১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে
পার্লামেন্ট আসন বাড়ানো শুরু
করার পর ক্রমে ক্রমে বিজেপি
(যদিও তখন দলটির নাম বিজেপি
ছিল না) অপ্রতিরোধ্য হতে থাকে।
এরপর ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা
জারির মাধ্যমে নাগরিক স্বাধীনতা
স্থগিত করার পর ১৯৭০-এর
দশকের শেষের দিকে বিজেপি
প্রথম কংগ্রেসবিহীন সরকার গঠন
করে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের
দিকে ব্যাপকভাবে সমাজতাত্ত্বিক



যায়। গত দশকে ঠিক একই ধরনের অবস্থা দেখা গেছে। ২০১৪ সালে

নেতৃত্বাধীন প্রথম অ-কংগ্রেসি

সরকার পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় রয়ে

কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের আত্মতুষ্টি এবং আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যকার নেতৃত্বের উত্তরাধিকার-সম্পর্কিত জটিলতায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা বিজেপিকে ১৯৮৪ সালের পর প্রথমবারের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী কোনো দল হতে সক্ষম করে। এরপর থেকে বিজেপি ধীরে ধীরে একটি আধিপত্যমূলক অবস্থান তৈরি করে। নেতার সস্তান নেতা হবে—এই রাজবংশীয় চিন্তার দেশে বিজেপি মেধাতন্ত্রের প্রতি বরাবরই

বিজেপি তাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ

এমপিকে সরিয়ে দিয়ে তাদের স্থলে নতুন এমন প্রার্থীদের দাঁড় করিয়েছে, যাঁরা নির্বাচনী গতিশীলতা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। নিয়মিতভাবে বিজেপি তাদের মাঝারি সারির নেতৃত্বে অদলবদল আনে, যাতে প্রত্যেক নেতা সব সময় পদ হারানোর ভয়ে সতর্ক থাকেন। এটি বিজেপিকে সতত চাঙা রেখেছে। যদিও ৩০ বছর আগে বিজেপি প্রাথমিকভাবে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শহুরে ও সমাজের অধিক সুবিধাভোগী হিন্দুদের সমর্থন পেয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে তারা প্রান্তিক পর্যায়েও

একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছে। ২০১৯ সালে বিজেপি গ্রামীণ এলাকার ভোটের ৩৭.৬ শতাংশ, আধা গ্রামীণ ভোটের ৩২.৯ শতাংশ, নিম্ন আয়ের ভোটারদের ভোটের ৩৬ শতাংশ এবং বিভিন্ন নিম্নবর্ণের ভোটের ৩৩ থেকে ৪৮ শতাংশ ভোট জিতেছে। বিজেপির আদর্শিক পিতা হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও সামাজিক তৎপরতায় যে শক্ত ভিত্তি গড়েছিল, এই ফলাফল ছিল তার প্রতিফলন।

ম্পন্টতই হিন্দু জাতীয়তাবাদী
আ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়া এবং
মুসলিম সম্প্রদায়কে দমিয়ে
দেওয়ার তৎপরতা নিয়ে এগোলেও
বিজেপি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের
মধ্যেও ভোটের অংশ বাড়িয়েছে।
২০০৯ সালে মাত্র ৪ শতাংশ
মুসলমান বিজেপিকে ভোট
দিয়েছিল। সেই সংখ্যা ২০১৪
সালে ৯ শতাংশে এবং ২০১৯
সালে ১৯ শতাংশে উরীত হয়েছিল
(যেখানে সে বছর কংগ্রেস
পেয়েছিল ৩০ শতাংশ মুসলমানের
ভোট)।

কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে হত্যা ও

একটু সাম্বনা পাবো।

গিডিয়ন লেভি একজন

থেকে বাংলায় রূপান্তর

ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সেনাবাহিনী

পাঠানোর আগে তাঁরা দু'দবার করে

ইসরায়েলী সাংবাদিক। হারেৎজে

প্রকাশিত তাঁর লেখাটির ইংরেজি

ভাববে। আমরা তা থেকে অন্তত

ভোটারদের কাছে বিজেপির ব্যাপক আবেদনের সবচেয়ে বড় বাস্তবভিত্তিক উৎস হলো ভারতের সরাসরি বেনিফিট কর্মসূচি। ২০২৩ সালে সরকার ৫৪টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩১৫টি সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯০ কোটি লেনদেনের মাধ্যমে ৯০ কোটির বেশি সুবিধাভোগীদের মধ্যে ছয় হাজার কোটি ডলারের সহায়তা বিতরণ করেছে।

২০১৪ সালে বিজেপি তার 'সহযোগ নীতি' চালু করেছিল। এই নীতি অনুযায়ী পালা করে দায়িত্বরত মন্ত্রীরা পার্টির সদর দপ্তরে হাজির হন, যাতে কর্মীরা সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে

পারেন। প্রায় দুই শ নেতা-কর্মী প্রতিদিন ওই মিটিংয়ে অংশ নেন। তাঁরা সরাসরি তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানান এবং দলের শৃঙ্খলাবিরোধী নেতা-কর্মীকে এই মিটিংয়ের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। বিজেপি একটি জোরালো উচ্চাকাঙক্ষী ভাষ্যও সামনে এনেছে। মোদি সরকার পরিকাঠামো খাতে বিশাল বিনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে জনমনে তারা এই ধারণাও দিতে পেরেছে যে সরকার যা বলে, তা করতে পারে। গত দশকে এই সরকার ৭৫টি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করেছে। গত বছরের জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। ভারত এখন বিশ্বমঞ্চে অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এটি জাতীয় মানসে প্রোথিত হয়েছে। বিজেপিকে ক্ষমতার গতিপথ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, পাছে এটি কংগ্রেসের মতো ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, একসময়ের একটি মহান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানে অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। তাই বিজেপিকে সেই পুরোনো ভারতীয় প্রবাদ মনে রাখতে হবে, 'কেল্লায় ক্ষয় ধরে ভেতর থেকেই।' গৌরব ডালমিয়া ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগ সংস্থা

ডালমিয়া গ্রুপ হোল্ডিংসের

চেয়ারম্যান

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুদির দোকান

বাবার, ৯৪

শতাংশ পেয়ে

আইন নিয়ে

পড়ার ইচ্ছা

প্রথম নজর

উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েরাই প্রথম জলঙ্গি ব্লকে



সজিবল ইসলাম 🛑 ডোমকল **আপনজন:** ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৭, ৫৫, ৩২৪ জন পরীক্ষার্থী। এ বার পরীক্ষায় পাশ করেছেন ৬.৭৯.৭৮৪ পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ পাশের হার ৯০ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে ৪৭৩ পেয়ে মৌমা মন্ডল ও দ্বিতীয় হয়েছেন ৪৬৮ পেয়ে শিউলি আক্তার তাদের রেজাল্টে খুশি স্কুলের শিক্ষক থেকে পরিবার সহ গোটা ব্লকের মানুষ।পরিবার ও স্কুল সূত্রে জানাযায় শিউলি আক্তার একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছোটো বেলা থেকেই পড়াশোনায় মনযোগী ছিলেন নিজের ইচ্ছায় পড়াশোনা করতেন।নির্দিষ্ট কোনো সময় বেঁধে পড়াশোনা করেনি।তবে তার যে রেজাল্ট তাতে অনেক খুশি এবং তার স্কুল শিক্ষক দের পাশাপাশি গৃহশিক্ষক দের ধন্যবাদ জানান।শিউলি আক্তার সাদিখার দেয়ার বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী,ইংলিশে অনার্স করার কথা

তার রেজাল্টে খুশি স্কুলের সকল শিক্ষক থেকে পরিচালন সমিতির সভাপতি সকলেই শিউলিকে মিষ্টি মুখকরিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তার সাফল্য কামনা করেন, স্কুল পরিচালনা সমিতির সভাপতি

ফিরোজ আহমেদ বলেন শিউলির রেজাল্টে আমরা খুবই খুশি, আমাদের বিদ্যানিকেতন বিগত দিনেও ভালো রেজাল্ট করেছে পড়ুয়ারা এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি,শিউলির পাশাপাশি স্কুলে দ্বিতীয় করেছে শিবম বিশ্বাস ৪৫২ পেয়ে ও তৃতীয় হয়েছে দিশা মন্ডল ৪৫১ পেয়ে।তিনি আরো বলেন শুধু মিশনে যে পড়াশোনা হয় সেটা নয় এখনও সরকারি স্কুলে পড়াশোনার হয় সেটা শিউলি প্রমাণ করে দিলেন।তার আগামী ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক খন্দকার গোলাম মুৰ্তজা বলেন শিউলি সকলেই খুশি।অপর দিকে জলঙ্গি উত্তর চক্রের সাগর পাডা বালিকা উচ্চবিদ্যালযের ছাত্রী মৌমা মন্ডল প্রথম হয়েছেন ব্লকের ও ওই স্কুলে।স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা শান্তা মন্ডল বলের এই বছর বেশি ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের স্কুল ,সত্যি খুবই ভালো লাগছে এত সুন্দর রেজাল্ট করেছে তবে সম্ভবত ব্লকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে আমাদের স্কুলের ছাত্রী মৌমা মন্ডল।তার আগামী দিনের সাফল্য কামনা করি। ছেলেদের পিছনে ফেলে মেয়েরাই শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে ব্লকে।

আক্তার জলঙ্গি দক্ষিন চক্রের প্রথম হয়েছেন এবং আমাদের স্কুলে প্রথম হয়েছেন তার এই রেজাল্টে আমরা

উচ্চমাধ্যমিকে নাবাবীয়া মিশনের পড়ুয়াদের উজ্জ্বল সাফল্য



সেখ সামিউল ইসলাম (৪৩৮

নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 হুগলি

আপনজন: এবছরের মাধ্যমিকে

উচ্চমাধ্যমিকেও ভাল ফল করল

মিশন। একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার

করে মিশনের মুখ উজ্জল করেছে।

এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে নাবাবীয়া

৮০ শতাংশেরও বেশি নম্বর

পেয়েছে। এ ব্যাপারে মিশনের

সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ

টেক্কা দিলেও উচ্চমাধ্যমিকে

মেয়েদেরকে টেক্কা দিযেছে

আকবার জানিয়েছেন, মাধ্যমিকে

ছেলেরা। মিশনের পরীক্ষার্থীদের

মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সেখ

সামিউল ইসলাম। হুগলির গোঘাট

থানা এলাকার কোয়েখালি গ্রামের

বাসিন্দা পেশায় কৃষক সেখ

উচ্চমাধ্যমিকে পেয়েছে ৪৩৮

নম্বর। তার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া।

তাকে হস্টেলে ভর্তির ফির ক্ষেত্রে

বেশ কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল

সুরজীৎ আদক 🗕 উলুবেড়িয়া

আপনজন: অভাবকে সঙ্গী করেই

কলা বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে

করাতবেড়িয়া হাইস্কুলের ছাত্রী পুপু

কাঁড়ার। সংসারে অভাব রয়েছে।

পালনের রোজগারে প্রতিদিন ঠিক

করে খাবার জোটে না।মাধ্যমিকেও

ভাল ফল ছিল তার।উচ্চমাধ্যমিকে

সে। বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে ছিল

এডুকেশন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৫।

পুপু ইংরেজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা করে

শিক্ষিকা হতে চায় সে। পুপুর বাবা

চাষবাস ও ছাগল-গরু প্রতিপালন

কবে কোন বক্য দিন গুজবান

করেন। পুপুর মা মধুশ্রী সংসার

সামলান। পুপুর ভাই দ্বীপ

মুরারী কাঁড়ার আদতে একজন

চাষী। তিনি জানান, জমিতে

কলা বিভাগকে বেছে নিয়েছিল

ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও

বাবার চাষবাস ও ছাগল প্রতি

ভালো রেজাল্ট উলুবেড়িয়ার

সফিকুলের পুত্র সামিউল

ছেলেদের তুলনায় মিশনের মেয়েরা

মিশনের বেশ ক্যেকজন ছাত্রছাত্রী

বাসিন্দাদের সন্তানরা ভাল পল

হুগলির খানাকুলের নাবাবীয়া

নজরকাড়া ফল করার পর



সেখ আবদুল্লাহ উদ্দিন (৪৩৭)



সেখ ওয়াসিম আক্রম (৪১৫)

ছাত্রছাত্রীরাই মিশনের সম্পদ তারা জীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উচ্চশিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হোক এই দোয়া সবসময় রয়েছে।



বলে জানান মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবার। মিশনের আর এক কৃতী পুরশুড়ার বড়দিগরুই গ্রামের সেখ আবদুল উদ্দিন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৭। তার বাবা সেখ আরিফুদ্দিনের ছোট্ট ব্যবসা। তাকেও মিশনে পড়াশুনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফিসে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানান সাহিদ আকবার। মিশন থেনে আরও একজন ভাল ফল করেছে। তার

করাতবেড়িয়া হাইস্কুলের অষ্টম

শ্রেণির ছাত্র। ওই ছাত্রীর বাবা

মুরারী বলেন,মেয়ে দিনে ৬ ঘন্টা

করে নিয়মিত পড়াশোনা করত।

আমরা আশা করেছিলাম মেয়ের

গরীবের সংসারে কাজ সেরেও যা

রেজাল্ট খবই ভাল হবে কিন্ত

রেজাল্ট করেছে তার জন্য

আমাদের এলাকার বিবেকানন্দ

স্টাডি সেন্টারের শিক্ষক তরুণ

কুমার ধাড়া-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

পুপু জানিয়ছে, সে নিজে দিনে প্রায়

নাম সেখ ওয়াসিম আক্রম। সে উচ্চমাধ্যিমিকে ৪১৫ নম্বর পেয়েছে। তার বাড়ি গোঘাটের খেজুরবন্দি গ্রামের। তারা বাবা বাসে কন্ডাক্টরি করে সংসার নির্বাহ করেন। অন্যদের মতো তাকে মিশন বিভিন্ন ফি-তে ছাড় দিয়েছে বলে জানান সাহিদ আকবার। মিশনের এই সাফল্যে উৎফল্ল নাবাবীয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার জানান, তিনি বরাবরই মিশনের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার মান রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার উপর লাগাতার নজর রাখা হয়। তাদের এই সাফল্য মিশনের মুখকে উজ্জ্বল করেছে।

সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই মিশনের সম্পদ। তারা জীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উচ্চশিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হোক এই দোয়া সবসময় রয়েছে। মিশন থেকে পাশ করা এই সব ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের যেকোনও প্রয়োজনে নাবাবীয়া মিশন পাশে থাকবে বলে তিনি জানান।

সাত ঘণ্টা পড়েছে। অবসরে সে

টিভি দেখতে ভালবাসে। সময়

পেলেই গল্পের বই পড়ার প্রতি

ঝোঁক ছিল তার। তার কথায়,

'উচ্চমাধ্যমিকে অনেক বই কিনতে

কুমার ধাড়া অনেক থেকে বই এনে

পারিনি। প্রাইভেট শিক্ষক তরুণ

পড়েছি।' স্কুলের শিক্ষিকাদের

কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেনি সে।

মেয়ের উচ্চশিক্ষার খরচ কী ভাবে

সামলাবেন, ভেবে আকুল মুরারী

তিনি বলেন, 'মাসে উপার্জন মাত্র

কিছ টাকা রোজগার। খাবারই ঠিক

জোটে না। অভাবের কাছে মেয়েটা

এ ভাবে হেরে যাবে, মানতে কষ্ট

হয়। তবে আশা ছাড়তে নারাজ

''অভাবকে সঙ্গী করে এতটা পথ

এসেছি। প্রয়োজন হলে অভাবকে

নিয়েই এগোব। কন্যাশ্রী থেকে

পাওয়া অর্থ দিয়েই উচ্চশিক্ষা

চালিয়ে যেতে চাই।

পুপু। দৃঢ় স্বরে সে বলে,

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ৯১%

আপনজন: বাবা গৃহশিক্ষক। সামান্য আয়।আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে জাসমিন আরা পারভীন।তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত রাড়িয়াল গ্রামে।মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে জ্ঞান সঞ্চয় একাডেমি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে।তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৭।বাংলায় পেয়েছে ৯০,ইংরেজিতে ৮৬, রসায়নবিদ্যায় ৯৪,অঙ্কে ৯৩ ও জীব বিদ্যায় ৯৪।বাবা মহম্মদ জাহেদুল ইকবাল গৃহশিক্ষক।সামান্য রোজগার।মা গৃহবধূ।দারিদ্রোর সঙ্গে লড়াই করে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে জাসমিন।জাসমিন বলেন,'স্কুলের শিক্ষকরা খুবই সহযোগিতা করেছেন।তবে আমার হাতে কোনো মোবাইল ছিল না।তাই মনোযোগ

দিয়ে পড়াতাম।পরিবারের মুখে

হাসি ফোটানোর জন্য কঠোর

তানজিমা পারভিন 🛡 হরিশ্চন্দ্রপুর



পরিশ্রম করতাম।প্রয়োজন ছাড়া হোস্টেলের বাইরে কখনো যেতাম না।আমার ছোট থেকেই চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।তবে জানি না এই স্বপ্ন কীভাবে পুরণ হবে।'জাসমিনের বাবা জাহেদুল বলেন, আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে।মেয়ে ছোট থেকেই মেধাবী। আমার গৃহশিক্ষকতা করে যা সামান্য আয় হয় তা দিয়ে পরিবারের খরচের পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে হয়।তবে এই সামান্য আয়ে হিমসিম খেতে হয়।মেয়ের স্বপ্ন পূরণে এত টাকা কোথায় পাব তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছি।'

মেয়ে মুসকানের

আমীরুল ইসলাম 🗕 বোলপুর আপনজন: এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ দের মধ্যে অন্যতম চাতরা গণেশ লাল হাই স্কুলের ছাত্রী মুসকান খাতুন। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে সে পেয়েছে ৯৪ শতাংশ নাম্বার। মুরারইয়ের চাতরা গ্রামের সাধারন পরিবারের মেয়ে মুসকান খাতুনের এই প্রাপ্য নাম্বারে খুশি তার গ্রামের মান্ষ। চাতরা গণেশ লাল হাই স্কুলের প্রথম হওয়া মুসকানের বিষয়ভিত্তিক নাম্বার ইংরেজী ৯৫, বাংলা ৯০, ভূগোল ৯১, ইতিহাস ৮৮, শিক্ষা ৮৮ মুসকান জানায় আরো নাস্বার প্রাপ্তি তার আশা ছিলো। ইতিহাস ও শিক্ষা এই দুই বিষয়ে আশানুরুপ নাম্বার পায় নি। যদিও সে তার

নিয়ে পড়ে সফল আইনজীবি হয়ে সাধারন গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় মুসকান। তিনি বলেন, অনেক গরিব মানুষ সাধারন মানুষ পয়সার অভাবে বিচার পান না, আইনী সমস্যায় পড়ে থাকলেও পয়সার অভাবে সমস্যা জর্জরিত থাকেন, আমি আইন নিয়ে পড়ে গরিবের পাশে দাঁড়াতে চাই। মুরারই থানার চাতরা গ্রামের সাধারন পরিবারের মেয়ে মুসকান। তার বাবা সেখ ইসমাইলের ছোট্ট মুদি খানার দোকান রয়েছে, মা জাহান্নারা বিবি গৃহবধূ। এদিন উচ্চ মাধ্যমিকে রেজাল্ট বেড় হবার পর মুসকানের

স্কুলের মধ্যে সেরা। এরপর আইন

নিয়ে পড়তে চায় মুসকান, আইন

রাজমিস্ত্রির কন্যা রিনা খাতুনের কলা বিভাগে অনন্য কৃতিত্ব



মোল্লা মুয়াজ ইসলাম 🔵 বর্ধমান আপনজন: কাঞ্চননগর ডি এন দাস হাই স্কুল বর্ধমানের অন্যতম প্রাচীনতম স্কুল। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র দত্ত জাতীয় শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নসহ বহুবিধ কর্মকান্ড জেলা রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ থেকেও সম্মানিত হয়েছে। স্কুলের পরিবেশকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দত্ত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন এবছর ৪৭ জন ছাত্র ছাত্রী পাশ করেছে , পরীক্ষা দিয়েছিল ৫৯ জন। ১৫ জন প্রথম বিভাগে পাশ করে, ৩০ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও দুজন সাধারণ পাশ করে, এবং সাতজন স্টার পায়। কলা বিভাগে রিনা খাতুন ৪৩১ নাম্বার পায় যেটা বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নাম্বার। বিজ্ঞান বিভাগে সৌরভ ঠিকাদার ৪৩০ নাম্বার পায়। এবছর বর্ধমানের মেমারি থেকে

উচ্চমাধ্যমিকে আফরিন মন্ডল রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। অন্যান্য স্কুলের সংখ্যালঘু ছাত্রীরা খুব ভালো রেজাল্ট করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রাজমিস্ত্রির কন্যা রিনা খাতুন কাঞ্চন নগর ডি এন দাস স্কুল থেকে প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নাম্বার ৪৩১। মাত্র দেড় বছর বয়সে মামার বাড়ি আসে স্থানীয় ফকিরপুর গ্রামে যেটা দামোদরের ভাঙ্গন প্রবন একটি গ্রাম। দিদিমা ও মামার সহযোগিতায় সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাকে পড়াশোনা দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারা তিন বোন। রিনা বড় হয়ে প্রফেসর হতে চাই। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করে কোনো রকমই জীবনযাপন করেন। রিনা খাতুন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ৰী হিসেবে গোটা এলাকায় পরিচিত। ছোট থেকেই সে বিভিন্ন সরকারি স্কলারশিপ পাচ্ছে। ফকিরপুর গ্রামের মধ্যে ও সব থেকে ভালো রেজাল্ট করে। পড়াশোনা ছাড়াও খেলাধুলায় খুব ভালো। তার এই সাফল্যে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা খুবই আনন্দিত।

রচনা ব্যানার্জির রোড শো

ভালো নাম্বারে খুশি তার পরিবার।



আপনজন: শুক্রবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গুর ১নং *অঞ্চল, সিঙ্গুর ২ নং অঞ্চল এবং* মির্জাপর বাঁকিপর অঞ্চলে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সাথে হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির রোড শো। ছবি: সেখ আব্দুল আজিম

অসহায় মুমূর্য্ রোগীর পাশে দাঁড়াল 'মানবতা'

নিজস্ব প্রতিবেদক 🗕 কুলপি আপনজন: শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে পথচলা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা মানবতা অসহায় মুমূর্য রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে নজির তৈরি করলো। দক্ষিন ২৪ পরগনার কুল্পী ব্লুকের চন্ডীপুর গ্রামের দরিদ্র মোমিন আলী খান এর ১০ বছরের কন্যা মোমতাহেনা খান দুরারোগ্য ক্যান্সারের শিকার হয়। বিগত দুই বছর ধরে প্রথমে ব্যাঙ্গালোর ও পরে বা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালে চিকিৎসাধীন। প্রকৃত অভিভাবক বলতে গেলে দিদা মতীয়ন বিবি ও ষাটোর্ধ দাদু নূর হোসেন খান।বিগত দুই বছর ধরে এই ছোট্ট শিশুটির চিকিৎসার স্বার্থে এলাকার মানুষ ও পরিচিত মহলে সাহায্য নিয়ে ও নিজের যেটুকু সহায় সম্পত্তি ছিল সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের ফলে পরিবারটি বর্তমানে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে ।বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে শিশুটির চিকিৎসা চল্লেও আর্থিক সমস্যার কারণে চিকিৎসা ব্যাঘাত ঘটছিল নিয়মিত। এমতাবস্থায় এই ছোট্ট শিশুটির জন্য মানবতার কাছে



সাহায্যের আবেদন আসে পরিবারটির তরফে। তৎক্ষণাৎ জরুরীভিত্তিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করে সংস্থাটি। সাহায্যের আবেদন করা হয় মানুষকে। সব মিলিয়ে আজ পরিবারটির হাতে সংগৃহীত ২২,৪৩০ টাকা তুলে দেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা। রোগীর পরিবারে তরফে তা গ্রহন করে শিশুটির দাদু ও দিদা।এবিষয়ে প্রয়োজনীয়তা সমাজসেবামূলক গ্রুপের শ্রীকান্ত সেন,ইমারজেন্সি ব্লাড ব্যাংক গ্রুপের শোয়াইব আলম পুরকাইত, সিমপ্যাথি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর আমিনুল ইসলাম বিশেষভাবে পাশে দাঁড়ান।

ডাক্তার হতে চায় আলিমে ১০ম মামূন এম মেহেদী সানি বসিরহাট

অভাবই উচ্চশিক্ষায়

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের কাটিয়াহাট আল-হেরা আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া'র কৃতি ছাত্র মামূন আফরোজ, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের মাধ্যমিক সমতুল আলিমে দশম স্থান অধিকার করেছে। এদিন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধিত করা হয় তার হাতে তুলে দেওয়া হয় একাধিক উপহার সামগ্রী। মামূনের সাফল্যে খুশি শিক্ষক থেকে পরিবার সকলেই। আলিম পাস করলেও ছক ভেঙ্গে মামূন আফরোজ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে চায়, তার লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। তবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা। মামূনের মা বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, একাদশ শ্রেণীতে মামূন কোথায় ভর্তি হবে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নেবে ভেবে উঠতে পারছে না পরিবার । বাবা ঔষধের দোকানের কর্মচারী, সামান্য বেতন, মা বাড়ির কাজ করেন, ছোট একটা বোনও রয়েছে মামুনের, একটি মাত্র ঘরে কোনক্রমে দিন গুজরান করে এই পরিবার । তবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হাল ছাড়ছে না মামুন, বাড়িতেই প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে সে। এদিন কাটিহাট আল-হেরা কর্তৃপক্ষের আয়োজনে মামূন আফরোজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে মামূন সহ তার পরিবার

আলহেরা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে

ধন্যবাদ জানায়, নাম মাত্র ব্যয়ে



তাকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য । উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হাজি আকবার আলি, ডাইরেক্টর ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, মিশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাফেজ আবু বকর সরদার সহ মাদ্রাসা বিভাগের প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হালিম সহ অন্যান্য শিক্ষকেরা । হাজি আকবর আলি বলেন, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে মামূন আফরোজের এই সাফল্য এসেছে। আমি আনন্দিত তার এই সাফল্যে। ডাইরেক্টর আবু সিদ্দিক খান বলেন, মামুন আফরোজ দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র। তার প্রচেষ্টা ও অদম্য মনোবলই তার এই সাফল্য এনে দিয়েছে। মামুনের সাফল্যে আল হেরা পরিবার খুবই খুশি । সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে, মামুন আফরোজ এখন অনুপ্রেরণার এক উজ্জুল দৃষ্টান্ত। মামূনের কথায় আমি দ্বীনের পথে থেকে ডাক্তার হতে চাই। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মামূনের পরিবার সহ অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন ।

গাজোলের পিস অ্যাকাডেমি

নজর কাড়ল



নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজোল

আপনজন: এবারে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেও চমক দিল গাজোলের পীস অ্যাকাডেমি । মালদহ জেলার গাজোল ব্লকের সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকনাপাড়া গ্রামে শিক্ষার উৎকর্ষতা ও মূল্যবোধযুক্ত প্রকৃত শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে পীস অ্যাকাডেমি। এই পিস একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা তথা মুখ্য পরিচালক হলেন মালদা জেলার দীর্ঘদিনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ সূচিকিৎসক এম রহমান। যে স্বপ্ন নিয়ে এই পীস অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ অনেকটা স্বপ্ন সফলের পথে। খুশি পিস অ্যাকাডেমি স্কুল কর্তৃপক্ষ। সংখ্যালঘু, আধিবাসী, পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন শ্রেণির মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা প্রকৃত প্রতিষ্ঠানের অভাবে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে গড়ে তোলা হয় এই প্রতিষ্ঠান। শিক্ষায় সমাজ জাতি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই কাজটাই করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে পীস একাডেমী। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাইমারি থেকে ক্রমশ বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত

পঠনপাঠন চলছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে বিশেষ সভা কুমারগঞ্জের জামে মসজিদে

অমরজিৎ সিংহ রায় 🗕 বালুরঘাট আপনজন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত সাফা নগর হাট এলাকায় জামে মসজিদে এই সচেতনতামূলক আলোচনা সভাটির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ইমাম মৌলানা মাকসুদ আলী কাশেম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্কার দিলরুবা খাতুন, সুচেতা চ্যাটার্জি, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির ফিল্ড ফেসিলিটেটর শিবপ্রসাদ কর্মকার প্রমুখ। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মসজিদের ইমাম মৌলানা মাকসুদ আলী কাশেম বলেন , বাল্যবিবাহের ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে, তাদের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়। মৌলানা কাশেম আরও বলেন, এই



এলাকায় আগামী দিনে কোনো বাল্যবিবাহ ঘটলে তারা সকলে মিলে তা প্রতিরোধ করবেন। শক্তি বাহিনীর রেসকিউ কো-অর্ডিনেটর দেবু সরকার বাল্যবিবাহের ফলে শিশুদের উপর কী ধরণের লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও কিভাবে শিশুর অধিকার লঙ্ঘন হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার শেষে ইমাম মৌলানা মাকসুদ আলী কাশেমের হাতে শক্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি বিবাহ নিবন্ধন ফরম্যাট তুলে দেওয়া হয়। এই

রেজিস্টার ফরম্যাটে আগামী দিনে যেকোনো ধরণের বিবাহের রেকর্ড রাখা হবে বলেই জানা গিয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'শক্তি বাহিনী একটি জাতীয় স্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মানব পাচার রোধে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। বৰ্তমানে কুমারগঞ্জ ব্লকের ৪৫ টি গ্রাম নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করে চলেছে।'

আন নুর মিশনের মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন



আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা আননুর আবাসিক মিশনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। এ প্রসঙ্গে দোমোহনা আন নুর

মুহাম্মদ জাকারিয়া

করণদিঘী আব্দুল বারী জানান, ছয় জন পরীক্ষার্থী ভালো ফল করেছে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া থেকে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করে এই মিশন এগিয়ে যাচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আব্দুল হামিদ জানান, শিক্ষকরা সর্বদা প্রস্তুত ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা আবাসিক মিশনের সভাপতি সমাধানে।

b

অপিনজন ■ শনিবার ■ ১১ মে, ২০২৪

প্রধান কোচের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেবে বোর্ড, দ্রাবিড়কে আবারও আবেদন করতে হবে



আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না ভারত ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেবার প্রধান কোচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। এবার প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাতে খুব বেশি সময় নেই। জুনে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের মেয়াদ ফুরাবে। এবার একটু আগেভাগেই প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে বিসিসিআই এবং সেটি প্রকাশ করা হবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের জাতীয় দল দেশত্যাগের আগেই। ভারতের বর্তমান প্রধান কোচ পদে দ্রাবিড় যদি চালিয়ে যেতে চান, তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে নতুন করে আবেদন করতে

মুম্বাইয়ে বিসিসিআই সদরদপ্তরে সচিব জয় শাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা আবেদন চাওয়া শুরু করব। জুনে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হবে। তিনি পুনরায় আবেদন করতে চাইলে করতে পারেন।' শাহ জানিয়েছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নতুন কোচের মেয়াদ হবে। কোচিং স্টাফে বাকিরা কারা নিয়োগ পাবেন, সেটি প্রধান কোচের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংস্করণভেদে ভিন্ন ভিন্ন কোচ নিয়োগ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব, 'তিন বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদে একজন কোচ খুঁজছি আমরা। ভারতের ক্রিকেটে আলাদা আলাদা সংস্করণের জন্য আলাদা কোচ নিয়োগের নজির নেই। এ ছাড়া সব সংস্করণেই খেলা ভালোসংখ্যক খেলোয়াড় আছে আমাদের। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবে ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি (সিএসি)। আমাকে তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

এ বছর জানুয়ারিতে নতুন জাতীয় নির্বাচক চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। সিএসি এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবে। ভারতের পশ্চিম জোন থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সলিল আঙ্কোলার স্থলাভিষিক্ত হবেন নতুন এই নিৰ্বাচক। তবে এই নতুন নির্বাচককে উত্তর জোন থেকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। জয় শাহ এ নিয়ে বলেছেন, 'নির্বাচক পদের জন্য কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সিএসসি এক সপ্তাহের মধ্যে নাম চূড়ান্ত করে ফেলবে এবং তারপর দ্রুতই আমরা এটা ঘোষণা

খেলোয়াড়েরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেশ ছাড়বেন। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া যেসব খেলোয়াড়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল আইপিএল প্লে অফে খেলার সুযোগ পাবেন না, তাঁরা ২৪ মে কোচিং স্টাফের সঙ্গে দেশ ছাড়বেন। বিশ্বকাপ স্কোয়াডের বাকি সদস্যরা ২৬ মে আইপিএল ফাইনাল শেষে দেশ ছাড়বেন। ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। ২ জুন (বাংলাদেশ সময়) থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হবে টি–টোয়েন্টি

শাহ আরও জানিয়েছেন, ভারতের

বিশ্বকাপ।
লক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টসের ফাস্ট
বোলার মায়াঙ্ক যাদবকে নিয়েও
কথা বলেন শাহ। চোটের কারণে
আইপিএলে সম্ভবত মায়াঙ্ককে আর
দেখা যাবে না। শাহ জানিয়েছেন,
এই ফাস্ট বোলার বিসিসিআইয়ের
তত্ত্বাবধানে থাকবেন এবং তাঁকে
নতুনভাবে তৈরি করা ফাস্ট
বোলারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির
আওতায় আনা হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের কাছে হারল পাকিস্তান



আপনজন ডেস্ক: শেষ দুই ওভারে আয়ারল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ১৯ রান। ক্রিজে ছিলেন ওপেনার অ্যান্ড্র বলবার্নি ও অলরাউন্ডার গ্যারেথ ডেলানি। শাহিন শাহ আফ্রিদি ১৯তম ওভারে ৭৭ রান করা বলবার্নিকে ফেরালেন, রান দিলেন মাত্র ৮। তবে এরপরও আব্বাস আফ্রিদির করা শেষ ওভারে ১১ রানের সমীকরণ মিলিয়ে আয়ারল্যান্ডকে দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছেন কার্টিস ক্যাম্ফার। ২০তম ওভারে প্রথম বল ও চার নম্বর বলে বাউন্ডারি মারেন ক্যাম্ফার। এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে

আয়ারল্যান্ড।
টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে
বাবর আজমের ফিফটিতে
পাকিস্তান তুলেছিল ৬ উইকেটে
১৮২ রান। জবাবে বলবার্নির ৭৭
আর অন্য সবার ছোট ছোট
ইনিংসেই ৫ উইকেট হাতে রেখে

জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় আইরিশরা। ম্যাচ হারলেও বাবর নতুন এক কীর্তি গড়েছেন। ৫৭ রানের ইনিংস খেলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৩৮ ফিফটির মালিক হয়েছেন বাবর। তাঁর সমান ৩৮ ফিফটি আছে কোহলির। তবে কোহলি (১০৯) বাবরের (১০৮) চেয়ে একটি ইনিংস বেশি খেলেছেন। আজ ওপেনিংয়ে রান পেয়েছেন সাইম আইয়ুবও। ২৯ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলেছেন সাইম। শেষ দিকে ইফতিখার আহমেদ ১৫ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত ছিলেন। আইরিশদের হয়ে মূলত ম্যাচটিকে একাই টেনেছেন বলবার্নি। টেক্টর, ডকরেলদের সঙ্গে ছোট ছোট জুটিতেই ১৮২ রান তাড়া করে পল স্টারলিংয়ের দল। ২৪ বলে ৩৬ রান করেছেন টেক্টর, ডকরেল ১২ বলে ২৪।

গুজরাতের জোড়া সেঞ্চরিতে হার চেন্নাইয়ের



আজ গুজরাট টাইটানসের কাছে
০৫ রানে হেরেছে চেনাই সুপার
কিংস। টস জিতে গুজরাটকে
আগে ব্যাটিংয়ের নিমন্ত্রণ জানায়
চেনাই। দুই ওপেনার সাই সুদর্শন
ও শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে ৩
উইকেটে ২৩১ রান তুলেছিল
গুজরাট। তাড়া করতে নেমে হাতে
২ উইকেট হাতে রেখে জয়ের জন্য
শেষ ২ ওভারে ৬২ রান দরকার
ছিল চেনাইয়ের।
প্রায় অসম্ভব এই সমীকরণ মেলাতে
না পেরে শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে
১৯৬/৮ রানে থেমেছে চেনাইয়ের
ইনিংস। ৭ ছক্কা ও ৫ চারে ৫১

বলে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেন

সুদর্শন। গিল ৬ ছক্কা ও ৯ চারে

৫৫ বলে ১০৪ রানের ইনিংস

আপনজন ডেস্ক: এক যুগ ধরে

ইউরোপেও কোনো শিরোপা নেই

প্রিমিয়ার লিগে ট্রফি নেই.

সাত বছর হতে চলল। আর

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে

খেলেন। আইপিএলে ১০০তম সেঞ্চুরিটি গিলের। উদ্বোধনী জুটিতে ২১০ রান যোগ করে ১৮ তম ওভারে তুষার দেশপান্ডের বলে আউট হন সুদর্শন। একই ওভারে গিলকেও তুলে নেন চেন্নাইয়ের এই পেসার। আইপিএলের ইতিহাসে ওপেনিং জুটিতে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড গড়েছেন গিল ও সুদর্শন। এর আগে ২০২২ আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ২১০ রানের অবিচ্ছিন্ন ওপেনিং জটি গড়েছিলেন লোকেশ রাহুল ও কুইন্টন ডি কক।

তাড়া করতে নেমে প্রথম ১০

ওভারেই ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে

মাঠে সাফল্য নেই, তবু সবচেয়ে

দামি ক্লাব ইউনাইটেড

পড়ে চেন্নাই। ইনিংসের এই অর্ধেক পথ পর্যন্ত ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলেছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দল। চেন্নাইয়ের টপ অর্ডারে কেউ রান পাননি। রাচিন রবীন্দ্র (১), আজিক্ষা রাহানে

রাচিন রবাপ্র (১), আজিক্বা রাহানে (১) ও অধিনায়ক রুতুরাজ (০) ক্রুতই আউট হন। চতুর্থ উইকেটে মঈন আলী (৫৬) ও ড্যারিল মিচেলের (৬৩) জুটিতে উঠেছে ৫৭ বলে ১০৯ রান। চেন্নাইয়ের ২০ ওভার খেলার ভিত এই জুটি। শেষ দিকে ১১ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এই জয়ে গুজরাটের প্লে অফে খেলার সম্ভাবনা গাণিতিকভাবে টিকে রইল। ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের আটে উঠে এল গুজরাট। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ চেন্নাই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
গুজরাট টাইটানস: ২০ ওভারে
২৩১/৩ (সুদর্শন ১০৩, গিল ১০৪,
মিলার ১৬*, শাহরুখ ২; তুষার
২/৩৩, শার্দূল ০/২৫, স্যান্টনার
০/৩১)।

চেন্নাই সুপার কিংস: ২০ ওভারে ১৯৬/৮ (মিচেল ৬৩, মঈন ৫৬, ধোনি ২৬*; মোহিত ৩/৩১, রশিদ ২/৩৮, উমেশ ১/২০)। ফল: গুজরাট ৩৫ রানে জয়ী।

২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপ 'চাপিয়ে' দেওয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ফিফার

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপ 'চাপিয়ে' দেওয়া হচ্ছে– এই অভিযোগে ফিফার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে বিভিন্ন লিগ ও পেশাদার খেলোয়াড়দের সংগঠন। কিন্তু ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি (ফিফা) আজ কঠোরভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওয়ার্ল্ড লিগ অ্যাসোসিয়েশনস (ডব্লিউএলএ), পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রোকে পাঠানো চিঠিতে ফিফার সেক্রেটারি জেনারেল ম্যাতিয়াস গ্রাফস্টর্ম দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক সূচি নিয়ে ব্যাপকভাবে সবার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রাফস্টর্মের পাঠানো এই চিঠি বার্তা সংস্থা এএফপির নজরে এসেছে। চিঠিতে গ্রাফস্টর্ম লিখেছেন, 'পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ফুটবলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর ওপর ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচি (আইএমসি) চাপিয়ে দেওয়ার

যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জুন থেকে শুরু হয়ে
১৫ জুলাই শেষ হবে ৩২ দলের
ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। গতকাল
বিভিন্ন লিগ ও খেলোয়াড়দের
সংগঠনগুলো ফিফাকে এই
টুর্নামেন্টের সূচি নতুন করে

অভিযোগ আমরা শুরু থেকেই

প্রত্যাখ্যান করছি।²



নির্ধারিত করতে বলেছে। ফিফা এই অনুরোধ না শুনলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকিও দিয়েছে

ফিফপ্রো ও ডব্লিউএলএ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে পাঠানো চিঠিতে দাবি করেছে, খেলার এই বৈশ্বিক সূচি তাদের 'মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বাইরে।' গ্রাফস্টর্ম বলেছেন, ফিফা 'অন্যান্য সব প্রতিযোগিতার আয়োজকদের মতোই' এবং 'আমাদের প্রতিযোগিতার মানদগুগুলো নির্ধারণে আমরা নিজেদের সীমানার মধ্যেই আছি।' গ্রাফস্টর্ম বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া লিগগুলোকেও একহাত নিয়েছেন।

মধ্যেই আছি।' গ্রাফস্টর্ম বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া লিগগুলোকেও একহাত নিয়েছেন। বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গ্রীষ্মকালীন প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে গ্রাফস্টর্ম বলেছেন, 'আরও কিছু প্রতিযোগিতার

ডব্লিউএলএর সদস্য, তাঁরাও নিজেদের সীমানার মধ্যে থেকে একইভাবে প্রতিযোগিতা আয়োজনের অধিকার রাখেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতা চালু করা, তুলে নেওয়া কিংবা পর্যালোচনা করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে ডব্লিএলএর সদস্যরা আন্তর্জাতিক সফর চালু করে এই অধিকার চর্চার জানানও দিয়েছেন।' গ্রাফস্টর্ম আরও দাবি করেন, ২০২৫ থেকে ২০৩০–এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ সূচি নিয়ে ডব্লিউএলএ ও ফিফপ্রোর সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছে

ফিফা। গত বছর মার্চে ফিফা

কংগ্রেসে এই সূচি পাকা করা হয়।

আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম 'স্থায়ী' নয়!

আপনজন ডেক্ক: এবার
আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার'
নিয়ম নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।
রেকর্ডভাঙা সব ক্ষোরের জন্য বেশ
কিছু তারকা খেলোয়াড় এই
নিয়মকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।
ভারত ক্রিকেট বোর্ডের
(বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ
বলেছেন, এই নিয়ম 'স্থায়ী' নয়।
আইপিএলের পরবর্তী
সংস্করণগুলোয় এই নিয়ম ব্যবহার
করা হবে কি না, সেটি এই



আলোচনা করে ঠিক করা হবে।
আর এই আলোচনা হবে টি–
টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। মুম্বাইয়ে
বিসিসিআই সদর দপ্তরে সচিব জয়
শাহ বলেন, 'ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়
পরীক্ষামূলক। আমরা এটা ধীরে

ধীরে বাস্তবায়ন করেছি। এই
নিয়মের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো
ভারতের দুজন খেলোয়াড় সুযোগ
পাচ্ছেন (প্রতি ম্যাচে), যেটা
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' শাহ আরও
বলেন, 'খেলোয়াড়, ফ্র্যাঞ্চাইজি,
সম্প্রচারকদের সঙ্গে কথা বলব
(সিন্ধান্ত নিতে)। এটা স্থায়ী নয়,
তবে এটাও বলছি না যে (নিয়মটি)
তুলে নেওয়া হবে।' বিসিসিআই
সচিব জানিয়েছেন, ইমপ্যাক্ট
খেলোয়াড় নিয়মের বিপক্ষে কেউই
তাঁদের কাছে এখনো কিছু বলেন।

্রাবিটির দাম ৫২৮ কোটি মার্কিন নম্বরে, গত বছর উয়েফা

এবারের প্রিমিয়ার লিগে অষ্টম
অবস্থানে থাকায় আগামী বছর
চ্যাম্পিয়নস লিগেও খেলা হচ্ছে
না। মাঠের ফুটবলে এমন
সাফল্যখরায় থাকা ম্যানচেস্টার
ইউনাইটেডই বিশ্বের সবচেয়ে দামি
ক্লাবের তালিকায় শীর্ষে উঠে
এসেছে।
সবচেয়ে দামি ক্লাবের তালিকায়
আরেকটি বড় পরিবর্তন—অর্থমূল্যে
সেরা ৫০ ক্লাবের বিশটিই

আরেকটি বড় পরিবর্তন—অর্থমূল্যে যুক্তরাষ্ট্রের, যে দেশের শীর্ষ লিগ এখনো জনপ্রিয়তায় এবং খেলার মানে ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের পেছনে। অর্থমূল্যে এগিয়ে থাকা শীর্ষ ৫০ ক্লাবের তালিকাটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রীড়া কনটেন্ট প্রতিষ্ঠান স্পোর্টিকো। ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির র্যাঙ্কিং বলছে, ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান দাম ৬২০ কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭২ হাজার ১৪২ কোটি টাকার বেশি)। ৬০৬ কোটি টাকা দাম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। গত বছর ডেলয়েট ফুটবল মানি লিগের হিসাব অনুসারে, ৬০৭ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে শীর্ষে ছিল রিয়াল। স্পোর্টিকোর র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে বার্সেলোনা, লা লিগা

ইউনাইটেডের মতো বার্সেলোনাও চলতি মৌসুমে কোনো ট্রফি জেতেনি। তবু এ দুটি দলের দাম বেশি থাকা এবং শীর্ষে ৫০-এ যুক্তরাষ্ট্রের ২০ ক্লাবের উপস্থিতির কারণ র্যাঙ্কিং তৈরির বিভিন্ন মানদণ্ড। এর মধ্যে আছে দলটির আগের ও বর্তমান আয়, বাজার, ব্যান্ড শক্তি, আগের ও বর্তমানের মাঠের পারফরম্যান্স, সম্পদ, ধার, ঋণ, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয়, লিগের অর্থনৈতিক অবস্থা। ইউনাইটেডের শীর্ষে থাকার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে জিম র্যাটক্লিপের শেয়ার ক্রয়। গত ডিসেম্বরে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারে ইউনাইটেডের ২৫ শতাংশ শেয়ার কিনে নেন

যুক্তরাজ্যের এই ধনকুবের।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোর মধ্যে লস

অ্যাঞ্জেলেস এফসি ১১৫ কোটি

মার্কিন ডলার নিয়ে আছে ১৫

নম্বরে, গত বছর উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল খেলা ইন্টার মিলানের অবস্থান ১৬তম (১০৬ কোটি)। ২০২০ সালে মেজর লিগ সকারে যোগ দেওয়া ইন্টার মায়ামির মূল্য এখন ১০২ কোটি, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোর মধ্যে তৃতীয়। এমএলএসের দলগুলোর মধ্যে শবি ২০ দলের মধ্যে আরও আছে আটালান্টা ইউনাইটেড (১০৫ কোটিতে ১৭তম), লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি (১০০ কোটিতে ১৯তম) এবং নিউইয়র্ক সিটি এফসি (৮৪ কোটিতে ২০তম)। এই লিগের ক্লাবগুলোর আধনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ, পরিচালন ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ মডেল এবং অবনমন না থাকার বিষয়গুলো ক্লাবের বাজারমূল্যে প্রভাব ফেলেছে। ইতালির ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি জুভেন্টাস, মূল্য ১৭৭

কোপা আমেরিকার জন্য ব্রাজিল দল ঘোষণা



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ২০

জুন শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার জন্য ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে জুনেই মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি। কোপা আমেরিকার জন্য ঘোষণা করা এই স্কোয়াড থেকেই প্রীতি ম্যাচে খেলবে ব্রাজিল দল। পোর্তোর ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ইভানিলসন এই স্কোয়াডে একমাত্র নতুন মুখ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও টটেনহাম হটস্পারের স্থাইকার রিচার্লিসন এই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন। ৩২ বছর বয়সী কাসেমিরোর বাদ পড়া প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র বলেছেন, 'ম্যানচেস্টারে তিন মাস আগে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার এবং দল নিয়ে আমার ভাবনা কী, সেসব তাকে বুঝিয়ে বলেছি।' নেইমার প্রত্যাশিতভাবেই কোপা আমেরিকার এই স্কোয়াডে জায়গা পাননি। চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি ব্রাজিল ফরোয়ার্ড। তাঁর কোপা আমেরিকা খেলতে না পারার ব্যাপারটি ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার গত বছর ডিসেম্বরেই নিশ্চিত করেছিলেন। আর্সেনাল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুসেরও জায়গা হয়নি দরিভালের কোপা আমেরিকা স্কোয়াডে। ক্লাবের হয়ে ম্যাচে চোটে পড়ায় রিচার্লিসনের জায়গা হয়নি বলে জানিয়েছেন দরিভাল। ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবল থেকে এই স্কোয়াডে ডাকা হয়েছে গোলকিপার

বেন্ডো, ফুলব্যাক গিলের্মে আরানা

ও স্ট্রাইকার এনদ্রিককে।





এবার এমবাপ্পে নিজেই পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পে পিএসজি ছাড়ছেন, সেটা নিশ্চিতই ছিল। শুধু তাঁর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই ছিল বাকি। সেটাও আজ দিয়ে দিয়েছেন ফরাসি তারকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এমবাপ্পে নিশ্চিত করেছেন, এটিই ছিল পিএসজির হয়ে তাঁর শেষ মৌসুম। রোববার তলজের বিপক্ষে ম্যাচটিই হবে তাঁর পিএসজির জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, পিএসজির হয়ে এটিই ছিল আমার শেষ মৌসুম। আমি আর মেয়াদ বাড়াচ্ছি না, এই যাত্রা আসছে কয়েক সপ্তাহেই শেষ হতে যাচ্ছে। রোববার পার্ক দে প্রিন্সেসে আমার শেষ ম্যাচ খেলব।' ২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে নাম লেখান এমবাপ্পে। সাত বছর ধরে পিএসজির হয়ে ধারাবাহিকভাবে



পারফর্ম করে গেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড। গোল করা এবং করানোয় ক্রমে নিজের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন এমবাপ্পে। পিএসজির হয়ে সব মিলিয়ে ৩০৬ ম্যাচে ২৫৫ গোল করেছেন এমবাপ্পে। ১০৮ টি গোল করিয়েছেনও এই ফরোয়ার্ড। চলতি মৌসুমে পিএসজি এরই মধ্যে লিগ আঁ জিতেছে। গত ১২ মৌসুমে যা তাদের দশম শিরোপা। এমবাপ্পে জিতেছেন ছয়বার। গত ফেব্রুয়ারিতেই পিএসজি ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানান এমবাপ্পে।

পিএসজির হয়ে অন্য সব ট্রফি জিতলেও চ্যাম্পিয়ন লিগ জেতা হয়নি এমবাপ্পের। সর্বশেষ গত ৯ মে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যায় পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন লিগে এমবাপ্পের সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৯-২০ মৌসুমে ফাইনাল খেলা। ভিডিওতে এমবাপ্পে কোথায় যাচ্ছেন তা নিয়ে কিছুই বলেননি। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিতই এমবাপ্পে যাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদে। এটাও শুধু এমবাপ্পের মুখ থেকেই শোনা বাকি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque